কোরআন ও তাজবীদ শিক্ষা

মোহাম্মদ মহিউদ্দীন

কোরআন ও তাজবীদ শিক্ষা

কোরআন ও তাজবীদ শিক্ষা

মোহাম্মদ মহিউদ্দীন

কোরআন ও তাজবীদ শিক্ষা
মোহাম্মদ মহিউদ্দীন

সম্পাদনা
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী-২০১৩

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ
ফোনঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ
সাবৃনা

বিনিময়
একশত টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
মোবাইলঃ ০১১৯৯-৪৩৫৭৩৮, ০১৯২৯-৪৮৫২৯৯

QURAN O TAJBID SHIKKHA - Written by Mohammad Mohiuddin/ Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia, Bhuigarh, Narayangonj, Bangladesh. Exchange Tk.100/- US $ 10

ISBN 984-70240-0068-0

পবিত্র কোরআন সহীহ্ শুদ্ধরূপে পাঠ করার গুরুত্ব

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্য যিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য কোরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন এবং ইহা শিক্ষা করা মানুষের জন্য অতি সহজ করেছেন। কোরআন শরীফ আল্লাহ্তায়ালার কালাম বা কথা। ইহা সহীহ্-শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। শুদ্ধ করে কোরআন পাঠ করতে হলে অবশ্যই ওস্তাদের নিকট হতে নিয়ম-কানুন শিখতে হবে। কিতাব পড়ে নিজে নিজে নিয়ম-কানুন শিক্ষা করলেও ওস্তাদের সাহায্য ছাড়া শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করে কোরআন পাঠ করতে পারবে না। কেননা বিষয়টি সম্পূর্ণই প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক। পবিত্র কোরআনকে শুদ্ধরূপে পড়ার জন্য কিছু বিশেষ কায়দা-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। যেই এলেম বা বিদ্যা শিক্ষা করলে কোরআন শরীফ শুদ্ধরূপে পাঠ করার নিয়ম-কানুন অবগত হওয়া যায় তাকে ইলমে তাজবীদ (تَجْوِيْدٌ) বলে। ইলমে তাজবীদ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর অবশ্য কর্তব্য– ফরজ। কারণ, আল্লাহ্তায়ালা কোরআন শরীফে সুরায়ে 'মুয্যাম্মিল' এ বলেছেন—

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا -

(তারতীলের সহিত অর্থাৎ প্রত্যেক হরফকে তার মাখরাজ হতে সিফাত অনুযায়ী আদায় করে স্পষ্টরূপে কোরআন শরীফ পাঠ করো)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ -

(তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নিজেরা কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়)।

হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ রয়েছে— কোরআন পাঠে তোমাদের কণ্ঠস্বর সুমধুর করো, কেননা মধুর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করলে কোরআনের সৌন্দর্য অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

প্রসিদ্ধ 'ফতুয়ায়ে-কাবিরী' নামক কিতাবে লিখিত আছে "যে ব্যক্তি আরবী অক্ষর তাদের নিজ নিজ মাখ্‌রাজ (উচ্চারণস্থান) হতে উচ্চারণ করতে জানে না এবং তাজবীদের জ্ঞান যার নেই, উহা শিক্ষালাভ না করা পর্যন্ত সে ব্যক্তির কোরআন পাঠ করা দুরস্ত নহে। যেহেতু অক্ষর শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করা ফরজ এবং কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা নফল। সুতরাং নফলের জন্য ফরজ পরিত্যাগ করা দুরস্ত নহে; বরং ফরজের দায়িত্ব রক্ষার জন্য নফল ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে।"

অতএব, কোনো ব্যক্তি যদি অবহেলা করে কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পাঠ করার জন্য কোনো চেষ্টা না করে, তবে সে ব্যক্তি পাপী হবে। কেননা, অশুদ্ধ কোরআন পাঠের দরুন কোনো কোনো স্থানে অর্থের পরিবর্তন ঘটার কারণে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো স্থলে ইমান নষ্ট হয়ে কাফের হওয়ার আশংকাও রয়েছে।

যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানেরই নামাজ পড়া অপরিহার্য কর্তব্য, সুতরাং কোরআন পাঠ না করে উপায় নেই। কাজেই শুদ্ধরূপে কোরআন পাঠের নিয়ম-কানুন অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে কয়েকটি তাজবীদের পুস্তকের সমন্বয়ে 'কোরআন ও তাজবীদ শিক্ষা' গ্রন্থখানি অতি সহজ ভাষায় সংকলন করা হলো। সংকলন কাজে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও এতে ভুল-ত্রুটি থেকে যেতেও পারে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে দিলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে সহীহ্ শুদ্ধরূপে পবিত্র কোরআন পাঠ করার যোগ্যতা প্রদান করুন। এভাবে অশুদ্ধ পাঠজনিত পাপ হতে রক্ষা করুন। আমীন।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
আরবী হরফের পরিচয়/৯
দ্বিতীয় অধ্যায়
হরূফের মাখরাজসমূহের বিবরণ/১০
তৃতীয় অধ্যায়
হরকতের বিবরণ/১২
চতুর্থ অধ্যায়
তমিজে হরফ/১৩
পঞ্চম অধ্যায়
মুরাক্কাব এর বিবরণ/১৮
ষষ্ঠ অধ্যায়
জযম ও তাশ্‌দীদ এর বিবরণ/২০
সপ্তম অধ্যায়
নূন সাকিন ও তানভীন এর বিবরণ/২১
অষ্টম অধ্যায়
ওয়াজিব গুন্নাহ্‌ এর বিবরণ/২৯
নবম অধ্যায়
মীম্‌ সাকিন এর বিবরণ/৩০
দশম অধ্যায়
ইদগামে মিছলাইন, ইদগামে মুতাজানিসাইন এবং ইদগামে মুতাক্বারিবাইন এর বিবরণ/৩২
একাদশ অধ্যায়
সাকতাহ্‌ ও ওয়াক্‌ফ এর বিবরণ/৩৪
দ্বাদশ অধ্যায়
মদ এর বিবরণ/৩৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়
ক্বলক্বুলা'র বিবরণ/৪৬
চতুর্দশ অধ্যায়
'র' অক্ষর পড়ার বিবরণ/৪৭
পঞ্চদশ অধ্যায়
হায়ে-যমীর এর বিবরণ/৪৯
ষোড়শ অধ্যায়
লাম অক্ষর পড়ার বিবরণ/৫০
সপ্তদশ অধ্যায়
ইসকান ও ইব্দাল এবং তায়ে তানীছ ও ইমালার বিবরণ/৫১
অষ্টাদশ অধ্যায়
'আলিফ-লাম' তারীফ ও 'আলিফ- যায়েদা' এর বিবরণ/৫২
ঊনবিংশ অধ্যায়
'আনা' শব্দ পড়ার বিবরণ/৫৩
বিংশ অধ্যায়
নূনে কুতনী, আলিফ সাকিন এর বিবরণ/৫৪
একবিংশ অধ্যায়
লাহান এর বিবরণ/৫৫
দ্বাবিংশ অধ্যায়
আরবী অক্ষরের কতিপয় সিফাত-এর বিবরণ/৫৭
ত্রাবিংশ অধ্যায়
আয়াতে সিজদাহ্‌/৫৯
সিজদাহ্‌ করার নিয়ম/৬০
চতুর্বিংশ অধ্যায়
কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের আদব
কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সম্বন্ধীয় কতিপয় জরুরী মাসায়েল/৬০
গ্রন্থপঞ্জী/৬৩
আমপারা
সূরার নাম ঃ
নাবা'/৬৫
নাযিআ'ত/৬৯
আ'বাসা/৭৩
তাকভীর/৭৬
ইন্‌ফিতার/৭৮
মুতাফ্‌ফিফীন/৮০
ইন্‌শিকাক্‌/৮৪
বুরূজ/৮৭
ত্বরিক্ব/৮৯
আ'লা/৯১
গশিয়াহ্‌/৯৩
ফাজ্‌র/৯৫
বালাদ/৯৭
শাম্‌স/৯৯
লায়ল/১০১
দুহা/১০৩
ইন্‌শিরাহ/১০৪
তীন/১০৫
আ'লাক/১০৬
ক্বদ্‌র/১০৮
বায়্যিনাহ্‌/১০৯
যিলযাল/১১১
আ'দিয়াত/১১২
ক্বারিয়া'হ্‌/১১৩
তাকাসুর/১১৪
আ'সর/১১৫
হামাযাহ্‌/১১৫
ফীল/১১৬
কুরায়শ/১১৭
মাউ'ন/১১৭
কাওসার/১১৮
কাফিরূন/১১৮
নাসর্‌/১১৯
লাহাব/১১৯
ইখ্‌লাস/১২০
ফালাক্ব/১২০
নাস/১২১

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী (১-২) মোট ২ খণ্ড
হাজ্রাতুল কুদুস ২য় খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆আল্লাহ্র জিকির ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী ◆ জননীদের জীবনকথা

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
অগ্নি ও উদ্যানের সংবাদ

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ চেরাগে চিশ্তী
BASICS IN ISLAM ◆ ইসলামী বিশ্বাস ◆মালাবুদ্দা মিনহু

কাব্য সংকলন ◆ সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆ সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ O

প্রথম অধ্যায়

আরবী হরফের পরিচয়

আরবী হরফ (অক্ষর) মোট ২৯টি ঃ

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف

ق ك ل م ن و ه ء ى

লিখে শিখার সুবিধার্থে এই ২৯টি হরফকে নিম্নোক্ত আট ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১)	ا م ط ظ
(২)	ب ت ث ف ك
(৩)	ح خ ج
(৪)	ر ز و د ذ
(৫)	س ش ص ض
(৬)	ن ق ل
(৭)	غ ع ء
(৮)	ى ه

অনুশীলনী-১

১। আরবী হরফ কয়টি ও কী কী?
২। এক নোকতা বিশিষ্ট হরফ কয়টি ও কী কী?
৩। দুই নোকতা বিশিষ্ট হরফ কয়টি ও কী কী?
৪। তিন নোকতা বিশিষ্ট হরফ কয়টি ও কী কী?
৫। নোকতা ছাড়া হরফ কয়টি ও কী কী?
৬। উপরে নোকতাওয়ালা হরফ কয়টি ও কী কী?
৭। নীচে নোকতাওয়ালা হরফ কয়টি ও কী কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

হরূফের মাখরাজসমূহের বিবরণ

মাখরাজ (مَخْرَجْ) ঃ হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ (বের হওয়ার স্থান) বলে। আরবী ২৯টি হরফকে উহাদের উচ্চারণ স্থান হতে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করে পড়তে হবে। মাখরাজ ১৭টি অর্থাৎ ২৯টি হরফ ১৭টি জায়গা হতে উচ্চারিত হয়। তন্মধ্যে কোন কোন মাখরাজ হতে ১টি হরফ, কোন মাখরাজ হতে ২টি হরফ এবং কোন কোন মাখরাজ হতে ৩টি হরফ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়।

মাখরাজের বিবরণ ঃ

ছন্দাকারে ঃ মাখরাজ হরফ উচ্চারণের স্থানকে বলে। আরবী হরফ ২৯টি। মাখরাজ ১৭টি।

১ নং মাখরাজ	ঃ হলক্বের শুরু হইতে	ء ه
২ নং মাখরাজ	ঃ হলক্বের মধ্যখান হইতে	ح ع
৩ নং মাখরাজ	ঃ হলক্বের শেষ হইতে	غ خ
৪ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ق
৫ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ك
৬ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার মধ্যখান, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ج ش ى
৭ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ض

৮ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার আগার কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া	ل
৯ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার আগা, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ن
১০ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া	ر
১১ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া	ط د ت
১২ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ص س ز
১৩ নং মাখরাজ	ঃ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ظ ذ ث
১৪ নং মাখরাজ	ঃ নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া	ف
১৫ নং মাখরাজ	ঃ দুই ঠোঁট হইতে উচ্চারিত হয়- দুই ঠোটের ভেজা অংশ হইতে- দুই ঠোটের শুকনা অংশ হইতে-	و ب م ب م
১৬ নং মাখরাজ	ঃ মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ উচ্চারিত হয়।	اَ اُوْ اِىْ
১৭ নং মাখরাজ	ঃ নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ্ উচ্চারিত হয়।	اِنَّ اَنَّ اُنَّ

অনুশীলনী-২

১। মাখরাজ কাকে বলে?

২। আরবী হরফগুলোর মাখরাজ কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত লিখ।

৩। নিচের হরফগুলোর মাখরাজ লিখ ঃ

ذ ش ث ض ح ج ق

৪। নিচের হরফগুলোর মাখরাজ হতে আর কোন্ কোন্ হরফ উচ্চারিত হয় ঃ

(ক) ج (খ) ط (গ) س (ঘ) ذ (ঙ) ب

তৃতীয় অধ্যায়

হরকতের বিবরণ

হরকত (حَرَكَتْ) ঃ এক যবর (َ), এক যের (ِ), এক পেশ (ُ) কে হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। যেমনঃ

بَ بِ بُ - تَ تِ تُ - ثَ ثِ ثُ

আলিফে যবর, যের, পেশ এবং জযম হলে ঐ আলিফকে হাম্যাহ্ বলে। নিচে আলিফ ও হামযাহ্ এর উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ

আলিফ বিশিষ্ট শব্দ	হামযাহ্ বিশিষ্ট শব্দ
مَالُهٗ	اَرَءَيْتَ
نَارًا ذَاتَ	اِنَّ شَانِئَكَ
كَانَ تَوَّابًا	اَبِىْ
حَاسِدٍ	فَاُمُّهٗ

অনুশীলনী-৩

১। হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি ও কী কী? উদহারণসহ লিখ।
২। হরকতের উচ্চারণ কিভাবে করতে হয়?
৩। হামযাহ্ কাকে বলে?
৪। তিনটি হামযাহ্ বিশিষ্ট শব্দ লিখ।
৫। তিনটি আলিফ বিশিষ্ট শব্দ লিখ।

চতুর্থ অধ্যায়

তমিজে হরফ (অক্ষরের তুলনামূলক উচ্চারণের পার্থক্য)

(১) ح (হায়ে-হুত্তী) এবং ه (হায়ে-হাওয়ায্) এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণ ঃ

ه হলকের শুরু হতে এবং ح হলকের মধ্যখান হতে উচ্চারিত হয়।

ح	ه	ح	ه
اَحْسَنِ	كَيْدَهُمْ	يَحْسَبُ	اِنَّهَا
بِحَمْدِ	عَلَيْهِمْ	اَفْلَحَ	تَرْمِيْهِمْ
سُطِحَتْ	اَهْلِ	حَيْثُ	فَهُوَ
يَحُضُّ	فِيْهَا	حَدِيْثُ	رَبِّهِمْ

* ح কে হায়ে-হুত্তী ও ه কে হায়ে-হাওয়ায্ বলে।

(২) ع এবং غ এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণ ঃ

ع হলকের শুরু হতে এবং غ হলকের মধ্যখান হতে উচ্চারিত হয়।

ع	ء	ع	ء
عٰبِدُوْنَ	اَبَدًا	فَعَلَ	اَلَمْ تَرَ
مَاعُوْنَ	اَهْلِ	عَلَيْهِمْ	اَنَا
يَجْعَلْ	اَنْزَلَ	اَعْمَالَهُمْ	اَحَدٌ
وَالْعَصْرِ	اِذَا جَآءَ	عَنْهُمْ	اِذْهُمْ
يَعْلَمُ	اَرَءَيْتَ	لِيَعْبُدُ	اُخْدُوْدِ

(৩) **ت** এবং **ط** এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণ ঃ

ت বারিক (চিকন) করে এবং **ط** পোর (মোটা) করে পড়তে হবে।

ط	ت	ط	ت
اَعْطَيْنا	يَتِيْمَ	طَعَامِ	اَرَءَيْتَ
حُطَمَةِ	تَكَاثُرُ	يَخْطَفُ	تَحْتِهَا
يُعْطِيْكَ	فَرَغْتَ	طَارِقُ	تُحِبُّوْنَ
اَسَاطِيْرُ	لَايَمُوْتُ	طُغْيَا	تُؤْثِرُوْنَ
اَسْبَاطَ	يُمِيْتُكُمْ	سَوْطَ	يَتِيْمَ

(৪) ق এবং ك এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণ ঃ

ك বারিক করে এবং ق পোর করে পড়তে হবে।

ق	ك	ق	ك
فَيَقُوْلُ	تَذَكُّرُ	خَلَقْنَا	ذٰلِكَ
قَدْ	اَكَلَ	قُلْ	كُلْ
عَقَبَةَ	كَبَدٍ	اَشْقٰهَا	كَانُوْا
قِيْلَ	نَكَالَ	قَالُوْا	اَتٰىكَ
قَبْلِكُمْ	اَحْكَمِ	مَقَامَ	نَكَالَ

(৫) ض এবং د এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণ ঃ

ض পোর করে এবং د বারিক করে পড়তে হবে।

ض	د	ض	د
يَرْضٰى	بَعْدَ	نَضْرَةَ	حَدِيْثُ
اَنْقَضَ	حَسَدَ	يَقْضِ	دِيْنُكُمْ
يَضْرِبَ	كَيْدَهُمْ	مَغْضُوْبِ	مُوْقَدَةُ

(৬) ر এবং ز এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণ ঃ

ز (ঝা) জিহ্বার আগা হতে এবং ر জিহ্বার মধ্যখান হতে শক্তভাবে বড় আওয়াজে পড়তে হবে।

ر	ز	ر	ز
فَجَرَةٌ	مَوَازِيْنُهٗ	تَجْعَلُ	بُرِّزَتِ
جِبَالُ	رِزْقٌ	جَحِيْمُ	زَيْتُوْنِ
اَجْرُهُمْ	تَزَكّٰى	حَجَرَ	رَزَقْنٰهُمْ
وُجُوْهِهِمْ	اَنْزَلَ	جَهَنَّمُ	مُسْتَهْزِءُوْنَ

(৭) ذ এবং ظ এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণঃ

ذ অক্ষরটি বারিক (পাতলা) ও কোমলভাবে এবং ظ অক্ষরটি পোর (মোটা) করে পড়তে হবে।

ذ	ظ	ذ	ظ
ذَهَبَ	ظُلُمٰتٌ	اَخَذْنَا	اَظْلَمَ
هٰذَا	عَظِيْمٌ	تَذْبَحُوْا	تَظٰهَرُوْنَ
عَذَابِ	ظَلَمْتُمْ	ذَلُوْلٌ	ظَلَمْتُمْ
ذٰلِكُمْ	نٰظِرِيْنَ	اَعُوْذُ	يَظْلِمُوْنَ

(৮) ث, س এবং ص এর উচ্চারণের পার্থক্যের উদাহরণঃ

ث নরম ও কোমলভাবে, س বারিক এবং ص পোর করে পড়তে হবে।

ث	س	ص
ثَقُلَتْ	فَسَبِّحْ	نَصْرُ
مَثَلُهُمْ	حَسَدَ	نَصْرُ
مِيْثَاقِهٖ	سَوَآءٌ	صِرَاطَ
تُثِيْرُ	مُفْسِدُوْنَ	مُصَدِّقٌ

অনুশীলনী-৪

১। তমিজে হরফ কাকে বলে? দুটি করে উদাহরণ দাও।
২। হায়ে হুত্তী ও হায়ে হাওয়ায্ কাকে বলে? এগুলোর মাখরাজ কী কী?
৩। হায়ে হুত্তী ও হায়ে হাওয়ায্ দিয়ে ৩টি করে শব্দ লিখ।
৪। ع ও غ এর মাখরাজ কী কী? এ দুটো হরফ দিয়ে ৩টি করে শব্দ লিখ।
৫। ت এবং ط কে কিভাবে পড়তে হয়? এগুলো দিয়ে ৩টি করে শব্দ লিখ।
৬। ق এবং ك এর উচ্চারণের পার্থক্য কি? অক্ষর দুটি দিয়ে ৩টি করে শব্দ লিখ।
৭। ض এবং د এর উচ্চারণের পার্থক্য কি? অক্ষর দুটি দিয়ে ৩টি করে শব্দ লিখ।
৮। মাখরাজসহ ج এবং ز উচ্চারণের পার্থক্য লিখ। এগুলো দিয়ে ৩টি করে শব্দ লিখ।
৯। ظ - ذ এর মাখরাজ এবং উদাহরণসহ ظ - ذ এর উচ্চারণের পার্থক্য লিখ।
১০। উদাহরণসহ ث এবং س এবং ص এর উচ্চারণের পার্থক্য লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

মুরাক্কাব এর বিবরণ

মুরাক্কাব ঃ মুরাক্কাব শব্দের অর্থ মিলাইয়া লেখা (যুক্ত অক্ষর)। ডানের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলাইয়া লিখাকে মুরাক্কাব বলে। যেমনঃ

قَا - جَا - نُوْ - فِيْ

আলিফ এর সঙ্গে ১১ সুরতে ২২ হরফ মোরাক্কাব হয়। যথা ঃ

بانايا تاثا حاخاجا سا شا صاضا طا ظا
عا غافا قاكا لاما ها

বাকী ৭ হরফ আলিফ এর সঙ্গে মুরাক্কাব হয় না ঃ

دا ذا را زا وا ءا اا

و এর সঙ্গে ১০ সুরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়। যেমন—

بو نو يو تو ثو حو خو جو سو شو صو ضو
طو ظو عو غو فو قو كو لو مو هو

বাকী ৭ হরফ **و** এর সঙ্গে মুরাক্কাব হয় না । যথা—

دو ذو رو زو وو ءو او

ى এর সঙ্গে ১০ সুরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়। যেমন—

بى نى بى تى ثى حى خى جى سى شى صى ضى
طى ظى عى غى فى قى كى لى مى هى

বাকী ৭ হরফ **ى** এর সঙ্গে মুরাক্কাব হয় না। যথা—

دى ذى رى زى وى ءى اى

আরবী হরফগুলো মিলিত অবস্থায় তাদের ডান মাথা দেখে চিনতে হয়।

নক্‌শার সাহায্যে মুরাক্কাব ঃ بفسصط

(এক দাঁত, গোল মাথা, তিন দাঁত, ছোয়াদের মাথা, তোয়া)

نحعلهم

(উল্টা দাঁত, হার মাথা, আইনের মাথা, লামের মাথা, গোল হা, মীম্)

২২ হরফ এক সাথে মোরাক্কাব ঃ

بنيتثخخجسشصضطظعغفقكلهم

এক দাঁত দ্বারা ৫ হরফ মুরাক্কাবের উদাহরণ ঃ

(১) একটি নোকতা উপরে দিলে ... ذ
(২) নোকতা মুছে ফেললে ... ?
(৩) একটি নোকতা নিচে দিলে ... ب
(৪) নোকতা মুছে ফেললে ... ?
(৫) দুইটি নোকতা উপরে দিলে ... ت
(৬) নোকতা মুছে ফেললে ... ?
(৭) দুইটি নোকতা নিচে দিলে ... ي
(৮) নোকতা মুছে ফেললে ... ?
(৯) তিনটি নোকতা উপরে দিলে ... ث
(১০) নোকতা মুছে ফেললে ... ?

অনুশীলনী-৫

১। মুরাক্কাব কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২। নকশার সাহায্যে ২২ হরফের মুরাক্কাব লিখ।
৩। হামযাহ্ বিশিষ্ট তিনটি ও আলিফ বিশিষ্ট তিনটি শব্দ লিখ।
৪। আলিফ এর সঙ্গে কয় সুরতে কয় হরফ মোরাক্কাব হয় লিখ।
৫। ওয়াও এর সঙ্গে কয় সুরতে কয় হরফ মোরাক্কাব হয় লিখ।
৬। ইয়া এর সঙ্গে কয় সুরতে কয় হরফ মোরাক্কাব হয় লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
জযম ও তাশ্‌দীদ এর বিবরণ

জযমঃ হরফের উপরে বন্ধনীতে লিখিত (ˆ / ◌ْ / ٥) চিহ্নগুলার নাম জযম। জযমওয়ালা হরফকে সাকিন হরফ বলে। জযমওয়ালা হরফ তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন ঃ

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

তাশ্‌দীদ ঃ হরফের উপরে (ّ) তিন দাঁতওয়ালা ছোট চিহ্নটির নাম তাশ্‌দীদ। তাশ্‌দীদওয়ালা হরফ বলতে এক জাতীয় দু'টি অক্ষরকে এক সঙ্গে বুঝায়। তাশ্‌দীদওয়ালা হরফ দু'বার পড়া হয়। প্রথম বার জযম যোগ করে তার ডানের অক্ষরের হরকতের সঙ্গে পড়া হয়। দ্বিতীয় বার নিজ হরকতের সঙ্গে পড়া হয়। যেমন ঃ

اَتْ + تَ = اَتَّ – رَبْ + بَ = رَبَّ

তাশ্‌দীদযুক্ত হরফকে মুশাদ্দাদ বলে।

ওয়াজীব গুন্নাহ্ ঃ

ছন্দাকারে ঃ হরকতের বামে নূন ও মীমে তাশ্‌দীদ হইলে গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়, ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ্ বলে। যেমনঃ

اِنَّ - اَنَّ - اُنَّ – لُنَّ – ثُمَّ – اَمَّا

অনুশীলনী-৬

১। সাকিন হরফ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
২। সাকিনওয়ালা হরফ কীভাবে পড়তে হয়? উদাহরণসহ লিখ।
৩। তাশ্‌দীদ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
৪। তাশ্‌দীদওয়ালা হরফ কয়বার পড়া হয়? উদাহরণসহ লিখ।
৫। মুশাদ্দাদ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
৬। ওয়াজিব গুন্নাহ্ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

সপ্তম অধ্যায়
নূন সাকিন ও তান্‌বীন এর বিবরণ

নূন সাকিন (نْ) ঃ সাকিন অর্থ হলো— হরফ বা অক্ষর যজমযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ হরফে যবর (◌َ), যের (◌ِ) এবং পেশ (◌ُ) না থাকা। যজমওয়ালা নূনকে নূন সাকিন বলে যেমনঃ اَنْ - اِنْ - اُنْ

তান্‌বীন (تَنْوِيْنُ)ঃ দুই যবর (◌ً), দুই যের (◌ٍ) এবং দুই পেশ (◌ٌ) কে তান্‌বীন বলে। অর্থাৎ তান্‌বীন তিন প্রকার, যথা ঃ (১) দুই যবর, (২) দুই যের এবং (৩) দুই পেশ।

দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তান্‌বীন বলে। যেমনঃ بً - بٍ - بٌ

নূন সাকিন এবং তান্‌বীনের উচ্চারণ একই ধরনের। যেমন ঃ

তান্‌বীনওয়ালা শব্দ		নূন সাকিনওয়ালা শব্দ
١ ١ ١		اَنْ اِنْ اُنْ
كِتَابً	এর উচ্চারণ	كِتَابَنْ
كِتَابٍ	এর উচ্চারণ	كِتَابِنْ
كِتَابٌ	এর উচ্চারণ	كِتَابُنْ

তান্‌বীনের ভিতরে নূনে সাকিন লুক্কায়িত থাকে। অর্থাৎ তান্‌বীনের উচ্চারণ করলে শেষে নূন সাকিনের উচ্চারণ হয়। এই জন্য নূন সাকিন ও তান্‌বীনের হুকুম একই ধরনের। যেমন ঃ

١ - اَنْ بً - بَنْ بٍ - بِنْ بٌ - بُنْ

নূন সাকিন এবং তান্‌বীন পড়ার নিয়ম ৪টি।

ছন্দাকারে ঃ নূন সাকিন ও তান্‌বীন ৪ প্রকারে পড়া যায়। যথা ঃ (১) ইক্বলাব (২) ইদ্‌গাম (৩) ইয্‌হার (৪) ইখফা।

নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

(১) ইক্বলাব (اِقْلَاب) এর বিবরণ ঃ ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তান্‌বীনের পর ' ب ' হরফ হলে ঐ নূন সাকিন ও তান্‌বীনকে ' م ' (মীম্‌) হরফের দ্বারা বদল করে গুন্নাহ্‌ ও ইখফার সাথে (অস্পষ্ট করে) পড়াকে ইক্বলাব বলে। ইক্বলাবের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

হরফ	লিখিতরূপ	উচ্চারণ(গুন্নাহ্‌ ও ইদ্‌গামসহ)
(১) নূন সাকিনের পর ب	مِنْۢ بَعْدِ	مِمْبَعْدِ
তান্‌বীনের পর ب	سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ	سَمِيْعُمْبَصِيْرٌ
(২) নূন সাকিনের পর ب	جَنْۢبٌ	جَمْبٌ
তান্‌বীনের পর ب	يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ	يَوْمَئِذِمْ بِجَهَنَّمَ

ইখফার গুন্নাহ্‌ ও ইক্বলাবের গুন্নাহ্‌র মধ্যে তুলনা ঃ

নূন সাকিন ও তান্‌বীনকে ইখফা করার সময় তাদের আসল মাখরাজ হতে উচ্চরণ না করে নাসিকামূল হতে শুধু গুন্নাহ্‌র মধ্যে শেষ করতে হয়। কিন্তু ইক্বলাবের অবস্থায় নূন সাকিন ও তান্‌বীনের অবস্থা সেরূপ নয়। বরং নূন সাকিন ও তান্‌বীনকে মীমের সাথে পরিবর্তন করে সেই পরিবর্তিত মীম্‌ অক্ষরকে তার আসল মাখরাজ হতে উচ্চারণ করে গুন্নাহ্‌ করতে হয়।

(২) ইদ্‌গাম (يَرْمَلُوْنَ) এর বর্ণনা ঃ নূন সাকিন বা তান্‌বীনের বামে পরবর্তী শব্দের শুরুতে নিচের ৬টি অক্ষরের যে কোন একটি অক্ষর থাকলে তখন ঐ নূন সাকিন বা তান্‌বীনযুক্ত অক্ষরটির উচ্চারণ না করে উহাকে পরবর্তী শব্দের প্রথম অক্ষরের সাথে মিলিয়ে বা সন্ধি করে পড়তে হয়।

ছন্দাকারে ঃ নূন সাকিন ও তান্‌বীনের বামে পরবর্তী কালেমার শুরুতে ইদ্‌গামের ৬ হরফের কোন হরফ থাকিলে মিলাইয়া পড়াকে ইদ্‌গাম বলে।

ইদ্‌গামের হরফ ৬টি । যথা ঃ ى ر ل م و ن

(একত্রে) يَرْمَلُوْنَ

ইদ্‌গাম দুই প্রকার । যথা ঃ (ক) ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌ (গুন্নাহ্‌সহ ইদ্‌গাম) (খ) ইদ্‌গামে বেলা-গুন্নাহ্‌ (গুন্নাহ্‌ ছাড়া ইদ্‌গাম)।

(ক) ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌র বিবরণ ঃ

ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌র হরফ ৪টি ঃ ى و م ن (একত্রে يُوْمِنْ)। নূন সাকিন বা তান্‌বীনের পরের শব্দের প্রথম হরফ উপরের ৪টি হরফের যে কোন একটি হরফ হলে নূনের উচ্চারণ না করে পরবর্তী হরফে তাশ্‌দীদ দিয়ে গুন্নাহ্‌র সহিত মিলিয়ে পড়াকে ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌ বলে।

ছন্দাকারে ঃ নূন সাকিন ও তান্‌বীনের বামে ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌র চার হরফের কোন হরফ আসিলে বা-গুন্নাহ্‌র হরফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহ্‌র সাথে মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌ বলে।

ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌র উদাহরণ ঃ

হরফ	লিখিত রূপ	উচ্চারণ (গুন্নাহ্‌সহ ইদ্‌গাম)
১) নূন সাকিনের পর ى	مَنْ يَّفْعَلُ	مَيَّفْعَلُ
তান্‌বীনের পর ى	قَوْمٌ يَّعْلَمُوْنَ	قَوْمُ يَّعْلَمُوْنَ

হরফ	লিখিত রূপ	উচ্চারণ (গুন্নাহ্সহ ইদ্গাম)
২) নূন সাকীনের পর و	مِنْ وَّالٍ	مِوَّالٍ
তান্বীনের পর و	ظُلْمًا وَّ زُوْرًا	ظُلْمَوَّ زُوْرًا
৩) নূন সাকীনের পর م	مِنْ مَّسَدٍ	مِمَّسَدٍ
তান্বীনের পর م	قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ	قَوْمُمُّسْرِفُوْنَ
৪) নূন সাকীনের পর ن	مِنْ نَّذِيْرٍ	مِنَّذِيْرٍ
তান্বীনের পর ن	سُلْطَانًا نَّصِيْرًا	سُلْطَا نَنَّصِيْرًا

কিন্তু একই শব্দের মধ্যে নূন সাকিনের পর ইদ্গামে বা-গুন্নাহ্র ৪টি হরফের (ى و م ن) যে কোন একটি হরফ যদি থাকে তাহলে ইদ্গাম (সন্ধি) হবে না।

ছন্দাকারে ঃ নূন সাকিন ও তান্বীনের বামে একই শব্দে ইদ্গামের হরফ আসিলে সন্ধি ও গুন্নাহ্ হয় না। যেমন ঃ

নূন সাকীনের পর و	قِنْوَانٌ - صِنْوَانٌ
নূন সাকীনের পর ى	بُنْيَانٌ - دُنْيَاءٌ

(খ) ইদ্গামে বেলা-গুন্নাহ্র বিবরণ ঃ

ছন্দাকারে ঃ নূন সাকিন ও তানিবীনের বামে ইদ্গামে বেলা-গুন্নাহ্র দুই হরফের কোন হরফ আসিলে বেলা-গুন্নাহ্র হরফে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহ্ ছাড়া মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইদ্গামে বেলাগুন্নাহ্ বলে।

ইদ্গামে বেলা-গুন্নাহ্র হরফ মাত্র ২টি যথা ঃ ر ل । এই দু'টি হরফের যে কোন একটি হরফ যখন নূন সাকিন বা তান্বীনের পর হবে

তখন নূন সাকিন বা তান্‌বীনকে ل থাকলে ل এর সহিত কিংবা ر থাকলে ر এর সহিত মিলিয়ে বা সন্ধি করে গুন্নাহ্ ব্যতীত পড়তে হবে।

ইদ্‌গামে বেলা-গুন্নাহ্‌র উদাহরণ ঃ

হরফ	লিখিত রূপ	প্রকৃত উচ্চারণ (গুন্নাহ্ ছাড়া ইদ্‌গাম)
১) নূন সাকিনের পর ر	مِنْ رَّحْمَةِ	مِرَّحْمَةِ
তান্‌বীনের পর ر	غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	غَفُوْرُ رَّحِيْمٌ
২) নূন সাকিনের পর ل	وَلَمْ يَكُنْ لَّه	وَلَمْ يَكُلَّه
তান্‌বীনের পর ل	وَيْلٌ لِّكُلِّ	وَيْلُلِّكُلِّ

* নূন সাকিন (ن) ও রা (ر) এর মাঝখানে সাকতাহ্ (سَكْتَةْ) থাকলে ইদ্‌গাম হবে না। যথা— مَنْ سَكَتَه رَاقٍ কারণ সাকতাহ্ এর স্থানে থামতে হয়। কিন্তু ইদ্‌গাম করার জায়গায় থামা যায় না।

(৩) ইয্‌হার (اِظْهَرْ) এর বর্ণনা ঃ ইয্‌হার অর্থ স্পষ্ট করা। ইযহারের হরফকে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। ইযহারের হরফ ৬টি যথা ঃ

خ غ ح ه ع ء

ছন্দাকারে ঃ নূন সাকিন ও তান্‌বীনের বামে ইযহারের ৬ হরফের কোন হরফ আসিলে নূন সাকিন ও তান্‌বীনকে স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়।

ইয্হারের উদাহরণ ঃ

হরফ	নূন সাকিনের পর	তান্বীনের পর
ء	مَنْ اَعْطٰى	طَيْرًا اَبَابِيْلَ
ه	عَنْهُ	سَلَامٌ هِىَ
ح	وَانْحَرْ	نَارٌ حَامِيَةٌ
خ	مِنْ خَيْرٍ	ذَرَّةٍ خَيْرًا
ع	مِنْ عَلَقَ	عَذَابٌ عَظِيْمٌ
غ	مِنْ غَسْلِيْنَ	اِلٰهٍ غَيْرُهُ

(৪) ইখফা (اِخْفَاء) ঃ নূন সাকিন ও তান্বীনের উচ্চারণ অস্পষ্ট বা গোপন করে গুন্নাহ্র সাথে পড়াকে ইখ্ফা বলা হয়।

ছন্দাকারে ঃ নূন সাকিন ও তান্বীনের বামে ইখফার ১৫ হরফের কোন হরফ আসিলে নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে নূন সাকিন ও তান্বীনের ইখফা বলে। যেমন ঃ

فَانْصَبْ - مَنْ جَاءَ - نَارًا ذَاتَ

ইখফার হরফ ১৫টি। যথা ঃ

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

যদি নূন সাকিন ও তান্বীনের পরে উপরোক্ত ১৫টি হরফের মধ্য হতে যে কোন একটি হরফ থাকলে উক্ত নূন সাকিন বা তান্বীনকে গুন্নাহ্র সহিত অস্পষ্ট বা গোপন করে পড়তে হয় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় চাঁদ, ফাঁদ, হাঁস, দাঁত ইত্যাদি শব্দ পড়ার ন্যায় নাশিকা স্বরে উচ্চারণ করে পড়তে হবে।

* গুন্নাহ্ করার পরিমাণ হলো এক আলিফ পরিমাণ। আর এক আলিফের পরিমাণ হলো একটি হরকতের দুইবার উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে উহার সমান অথবা একটি আঙুল খাড়া করে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময় লাগে উহার সমান।

ইখফার উদাহরণ ঃ

হরফ	নূন সাকিনের পর	তান্‌বীনের পর
ت	لَنْ تَفْعَلُوْا	قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ
ث	مِنْ ثَمَرَةٍ	قَوْلًا ثَقِيْلًا
ج	مَنْ جَاءَ	صَعِيْدًا جُرُزًا
د	مِنْ دُبُرٍ	دَكًّا دَكًّا
ذ	مُنْذِرُوْنَ	نَارًا ذَاتَ
ز	اَنْزَلْنٰهُ	صَعِيْدًا زَلَقًا
س	يَنْسِلُوْنَ	قَوْلًا سَدِيْدًا
ش	مَنْ شَكَرَ	شَيْءٍ شَهِيْدٌ
ص	فَانْصَبْ	صَفًّا صَفًّا
ض	لِمَنْ ضَلَّ	عَذَابًا ضِعْفًا
ط	يَنْطِقُ	صَعِيْدًا طَيِّبًا
ظ	يَنْظُرُوْنَ	ظِلًّا ظَلِيْلًا

হরফ	নূন সাকিনের পর	তান্‌বীনের পর
ف	يُنْفِقُوْنَ	قَوْمٌ فَاسِقُوْنَ
ق	مِنْ قَبْلُ	رِزْقًا ۙ قَالُوْا
ك	مِنْكُمْ	بِلَمٍ كَذِبٍ

অনুশীলনী-৭

১। সাকিন অর্থ কী?

২। তান্‌বীন কাকে বলে? নূন সাকিন ও তান্‌বীন পড়ার নিয়ম কয়টি ও কী কী?

৩। ইয্‌হার অর্থ কি? ইয্‌হারের হরফ কয়টি ও কী কী?

৪। ইদ্‌গাম কাকে বলে? ইদ্‌গামের হরফ কয়টি ও কী কী?

৫। ইখ্‌ফা কাকে বলে? ইখ্‌ফার হরফ কয়টি ও কী কী?

৬। ইদ্‌গাম কতো প্রকার ও কী কী?

৭। ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌র হরফ কয়টি ও কী কী?

৮। ইদ্‌গামে বেলা-গুন্নাহ্‌র হরফ কয়টি ও কী কী?

৯। ইদ্‌গামে বা-গুন্নাহ্‌ ও ইদ্‌গামে বেলা-গুন্নাহ্‌র ২টি করে উদাহরণ দাও।

১০। ইক্বলাব অর্থ কি? ইক্বলাবের হরফ কয়টি ও কী কী? ইক্বলাবের হুকুম লিখ।

১১। ইখফা ও ইক্বলাবের গুন্নাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য লিখ।

১২। নূন সাকিন ও তান্‌বীনের হুকুম কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

অষ্টম অধ্যায়

ওয়াজিব গুন্নাহ্ এর বিবরণ

ওয়াজিব গুন্নাহ্ ঃ তাজবীদের পরিভাষায় যে গুন্নাহ্ অবশ্যই করতে হবে, তাকে ওয়াজিব গুন্নাহ্ বলে। ওয়াজিব গুন্নাহ্ এর হরফ মাত্র দুইটি।

যথা ঃ ن ও م । যখন এই দু'টি হরফের উপর তাশ্দীদ হয়, তখন এই দু'টি হরফের মধ্যে গুন্নাহ্ করা ওয়াজিব।

ছন্দাকারে ঃ হরকতের বামে নূন ও মীমে তাশদীদ হইলে গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ্ বলে। যেমন ঃ

م এর উপর তাশ্দীদ হলে	اَمَّ - اِمَّ - اُمَّ
ن নূন এর উপর তাশ্দীদ হলে	اَنَّ - اِنَّ - اُنَّ

টীকা ঃ পূর্বের আলোচনা হতে জানা গেলো যে, ৪ স্থানে গুন্নাহ্ করে পড়তে হয়। যথাঃ (১) ইখফার গুন্নাহ্ (২) ইদ্গামে বা-গুন্নাহ্ (৩) ইক্বলাবের গুন্নাহ্ (৪) ওয়াজিব গুন্নাহ্। প্রত্যেক গুন্নাহ্ এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

অনুশীলনী-৮

১। ওয়াজিব গুন্নাহ্ কাকে বলে? ওয়াজিব গুন্নাহ্র হরফ কয়টি ও কী কী, উদাহরণ দাও।
২। গুন্নাহ্ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির ১টি করে উদাহরণ দাও।
৩। গুন্নাহ্ কয় আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

নবম অধ্যায়
মীম্ সাকিন এর বিবরণ

মীম্ সাকিন ঃ যে মীমের উপর জযম (ۥ / ٨ / ٥) ইত্যাদি চিহ্নগুলোর যে কোন একটি হয়, সেই জযমযুক্ত মীম্‌কে মীম্ সাকিন বলে। যেমন— عَلَيْهِمْ - اَمْ لَمْ - سَمْعِهِمْ । মীম্ সাকিনের হুকুম ৩টি। যথা ঃ

(১) ইখ্‌ফা ঃ মীম্ সাকিনের ইখফার হরফ একটি যথা- بْ । মীম্ সাকিনের (مْ) পর ب অক্ষর আসলে ঐ মীম্ সাকিনকে ইখ্‌ফা (অস্পষ্ট) করে নিজ মাখরাজ হতে উচ্চারণ করে গুন্নাহ্'র সাথে পড়তে হবে।

ছন্দাকারে ঃ মীম্ সাকিনের বামে ب আসিলে নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মীম্ সাকিনের ইখফা বলে। যেমন ঃ

قُمْ بِاِذْنِ اللهِ

(২) ইদ্‌গাম ঃ মীম্ সাকিনের ইদ্‌গামের হরফ একটি যথা- م । মীম্ সাকিনের পর আর একটি মীম্ অক্ষর আসলে প্রথম মীম্ সাকিনকে দ্বিতীয় মীমের মধ্যে ইদ্‌গাম (সন্ধি) করে গুন্নাহ্‌র সাথে পড়তে হবে।

ছন্দাকারে ঃ মীম্ সাকিনের বামে م আসিলে দ্বিতীয় মীমে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহ্‌র সাথে মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মীম্ সাকিনের ইদ্‌গাম বলে। যেমন ঃ

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ - عَلَيْهِمْ مَّطَرًا -

(৩) ইযহার ঃ মীম্ সাকিনের পরে ب ও م অক্ষর ব্যতীত আরবী বর্ণমালার বাকী ২৭টি অক্ষরের যে কোন অক্ষর আসলে ঐ মীম্ সাকিনকে ইযহার (স্পষ্ট) করে পড়তে হবে। বিশেষ করে মীম্ সাকিনের পরে و এবং ف আসলে তখন অবশ্যই বিশেষ সাবধানতার সাথে মীম্ সাকিনকে ইযহার করে পড়তে হবে।

ছন্দাকারে ঃ মীম্ সাকিনের বামে ب - م না থাকিলে গুন্নাহ্ হয় না। ইহাকে মীম্ সাকিনের ইযহার বলে। যথা ঃ

لَهُمْ فِيْهَا - عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ - وَلَهُمْ عَذَابٌ -

অনুশীলনী-৯

১। মীম্ সাকিনের হুকুম কয়টি ও কী কী? প্রত্যেকটির ১টি করে উদাহরণ দাও।
২। মীম্ সাকিনের ইখফার হরফ কয়টি ও কী কী?
৩। মীম্ সাকিনের ইদ্গামের হরফ কয়টি ও কী কী?
৪। মীম্ সাকিনের ইযহারের হরফ কয়টি ও কী কী?
৫। মীম্ সাকিনের পর কোন্ কোন্ অক্ষর আসলে বিশেষ সাবধানতার সাথে ইযহার করতে হয়।

দশম অধ্যায়

ইদ্‌গামে মিছলাইন, ইদ্‌গামে মুতাজানিসাইন এবং ইদ্‌গামে মুতাক্বারিবাইন এর বিবরণঃ

ক) ইদ্‌গামে মিছলাইন ঃ (اِدْغَامِ مِثْلَيْنَ) যে সময় ب ب, ت ت, ث ث ইত্যাদি একই রকমের অক্ষর দু'টি (দু'টি শব্দের প্রথমটির শেষে ও দ্বিতীয়টির প্রথমে) এক স্থানে পরপর এসে প্রথম অক্ষর সাকিন ও দ্বিতীয় অক্ষর হরকত বিশিষ্ট হয়, সে সময় প্রথম অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষরের মধ্যে ইদ্‌গাম (সন্ধি) করে পড়াকে ইদ্‌গামে মিছলাইন বলে। যথা ঃ

اِذْ ذَّهَبَ - قُلْ لَّكُمْ - قَدْ دَّخَلُوْ - عَصَوْ وَّ كَانُوْا

ইত্যাদি। তবে মদের অক্ষরের পরে একই ধরনের অক্ষর আসলে ইদ্‌গাম করা যায় না। কেননা ইদ্‌গাম করলে মদ (উচ্চারণ দীর্ঘ) করা যায় না। যেমনঃ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا - فِيْ يَوْمٍ ইত্যাদি।

খ) ইদ্‌গামে মুতাজানিসাইন (اِدْغَامِ مُتَجَانِسَيْنَ) **ঃ** যে যে অক্ষর একই মাখরাজ হতে উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাদের নাম ও সিফাত পৃথক পৃথক যদি এরূপ দু'টি অক্ষর একস্থানে পর পর আসে এবং তন্মধ্যে প্রথম অক্ষর সাকিন ও দ্বিতীয় অক্ষর হরকতযুক্ত হয়, তবে প্রথম সাকিন অক্ষরটিকে দ্বিতীয় হরকতযুক্ত অক্ষরের মধ্যে ইদ্‌গাম বা সন্ধি করে পড়াকে ইদ্‌গামে মুতাজানিসাইন বলে। যেমন—

اِذْهَبْ بِّكِتَابِيْ

বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(১) ت, د, ط একই স্থান হতে উচ্চারিত হয়; কিন্তু নাম ও সিফাত ভিন্ন। উদাহরণ ঃ

ت কে ط এর মধ্যে ইদ্‌গাম করতে হয়। যথা ঃ

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ

ط কে ت এর মধ্যে ইদ্‌গাম করতে হয়। যথাঃ

لَئِنْ بَسَطْتَّ

ت কে د এর মধ্যে ইদ্‌গাম করতে হয়। যথা ঃ

اُجِيْبَتْ دَّعْوَ

د কে ت এর মধ্যে ইদ্‌গাম করতে হয়। যথা ঃ

مَاعَبَدْتُّمْ

(২) ث , ذ , ظ একই স্থান হতে উচ্চারিত হয়; কিন্তু নাম ও সিফাত ভিন্ন। উদাহরণ ঃ

ث কে ذ এর মধ্যে ইদ্‌গাম করতে হয়। যথাঃ يَلْهَثْ ذّٰلِكَ

ذ কে ظ এর মধ্যে ইদ্‌গাম করতে হয়। যথাঃ اِذْ ظَّلَمْتُمْ

(৩) ب এবং م একই স্থান হতে উচ্চারিত হয়; কিন্তু নাম ও সিফাত ভিন্ন। উদাহরণ ঃ

ب কে م এর মধ্যে ইদ্‌গাম করতে হয়। যথাঃ يَابُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا

এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে, ظ , ذ এর মধ্যে; ذ, ث এর মধ্যে এবং م , ب এর মধ্যে ইদ্‌গাম হয় না।

(গ) ইদ্‌গামে মুতাক্বারিবাইন (اِدْغَامِ مُتَقَارِ بَيْنَ) ঃ

লাম্ সাকিনের (لْ) পর ر আসলে এবং ر হরকত বিশিষ্ট হলে لْ কে ر এর মধ্যে ইদ্‌গাম করে পড়তে হবে। যথা ঃ

قُلْ رَّبِّ - بَلْ رَّبُّكُمْ - بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ -

তবে لْ ও ر এর মাঝখানে সাকতাহ্ (سَكتَه) থাকলে ইদ্‌গাম করা যাবে না। কারণ, সাকতাহ্‌র ডানের শব্দে থামতে হয়। থামলে ইদ্‌গাম হয় না। যথা ঃ

(بَلْ سَكتَه رَانَ)

অনুশীলনী-১০

১। ইদ্‌গামে মিছলাইন কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
২। ইদ্‌গামে মুতাজানিসাইন কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
৩। ইদ্‌গামে মুতাক্বারিবাইন কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

একাদশ অধ্যায়

সাকতাহ্ ও ওয়াক্‌ফ এর বিবরণ

সাকতাহ্ (سَكتَه) ঃ দুই শব্দের মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য স্বর বা আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস জারী রেখে পড়াকে সাকতাহ্ বলে। সাকতাহের আগের শব্দটির শেষ অক্ষরটি পড়ার সময় এক মুহূর্তকাল আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস জারী রাখতে হয়। যেমনঃ بَلْ سَكتَه رَانَ পড়ার সময় بَلْ পর্যন্ত পড়েই আওয়াজ বন্ধ করে এক মুহূর্ত বিলম্ব করে নিঃশ্বাস থাকতে থাকতেই رَانَ শব্দ পড়তে হয়। সেরূপ مَنْ سَكتَه رَاقٍ

শব্দ পড়ার সময় مَنْ পর্যন্ত পড়েই আওয়াজ বন্ধ করে ক্ষণকাল বিলম্ব করতঃ সেই নিঃশ্বাস থাকতেই رَاقٍ শব্দ পড়তে হয়।

কেরাতের ইমাম হাফ্ছ (রঃ) এর রেওয়ায়েত মতে সমগ্র কোরআন শরীফের মধ্যে মোট ৪টি সাকতাহ্ আছে ঃ

(১) সূরায়ে কাহ্ফের প্রথম রুকুতে عِوَجًا سَكتَه قَيِّمًا আয়াতে عِوَجًا এর পর।

(২) সূরায়ে ইয়াসিনের চতুর্থ রুকুতে مِنْ مَّرْقَدِنَا سَكتَه هٰذَا আয়াতে مِنْ مَّرْقَدِنَا এর পর।

(৩) সূরায়ে ক্বিয়ামার প্রথম রুকুতে وَقِيْلَ مَنْ سَكتَه رَاقٍ আয়াতে مَنْ এর নূনের পর।

(৪) সূরায়ে মুতাফ্ফিফীনের كَلَّا بَلْ سَكتَه رَانَ আয়াতে بَلْ এর লামের পর।

ওয়াক্ফ (وقفَه) ঃ ওয়াক্ফ অর্থ স্বর বা আওয়াজ বন্ধ করে থামা। কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময় আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস ছেড়ে দেওয়াকে ওয়াক্ফ বলে। সাকতাহ্ ও ওয়াক্ফের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ওয়াক্ফ করার সময় আওয়াজ বন্ধের সাথে সাথে নিঃশ্বাসও ছাড়তে হয়। কিন্তু সাকতাহ্ এর স্থানে আওয়াজ বন্ধের সাথে নিঃশ্বাস ছাড়তে হয় না। ওয়াক্ফের স্থানে সাক্তাহ হতে কিঞ্চিত বেশী বিলম্ব করতে হয়। যথা ঃ

وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْلَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة

এই ওয়াক্ফ কোরআন শরীফে ৯৯ জায়গায় এসেছে।

কোরআন শরীফে ব্যবহৃত কতিপয় ওয়াক্‌ফের চিহ্ন ঃ

o ঃ ইহা ওয়াক্‌ফ বা বিরতির চিহ্ন। একটি আয়াতের শেষ বুঝায়। কিন্তু ইহার উপরে অন্য কোন চিহ্ন থাকলে তদনুযায়ী আমল করতে হবে।

مر ঃ ইহা 'ওয়াক্‌ফ লাযিম' এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্‌ফ করা আবশ্যক, না করলে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط ঃ ইহা 'ওয়াক্‌ফ মুতলাক' এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।

ج ঃ ইহা 'ওয়াক্‌ফ জাইয'। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়ই জায়েয আছে। তবে থামাই ভালো।

ز ঃ ইহা 'ওয়াক্‌ফ মুজাওওয়াজ'। এখানে না থামাই ভালো।

ص ঃ ইহা 'ওয়াক্‌ফ মুরাখ্‌খাস'। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো। তবে দমে না কুলালে বিরতি দেওয়া যায়।

ق ঃ ইহা 'কীলা আ'লাইহি ওয়াক্‌ফ'। এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ আছে। না থামাই ভাল।

لا ঃ ইহা 'লা ওয়াক্‌ফ আ'লাইহি'। এখানে না থামা ভাল। আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের উপরে থাকলে থামা যায়।

صل ঃ ইহা 'কাদ ইউসাল'। এই স্থানে থামা না থামা দুই-ই চলে। তবে থামাই ভালো।

سَكْتَه ঃ এই স্থানে আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস জারী রাখতে হয়, কিন্তু দম ছাড়তে হয় না।

وقفَه ঃ এখানে سَكْتَه এর চেয়ে একটু বেশী থামতে হয়, কিন্তু দম ছাড়তে হয় না।

وقف جبريل ঃ ওয়াক্‌ফে জিব্‌রাইল। এখানে ওয়াক্‌ফ করা বরকতপূর্ণ।

∴ ∴ ∴ ঃ এরূপ চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে মোয়ানাকা বলে। প্রথম স্থানে ওয়াক্‌ফ করলে দ্বিতীয় স্থানে মিলিয়ে পড়তে হবে। আর দ্বিতীয় স্থানে ওয়াক্‌ফ করলে প্রথম স্থানে মিলিয়ে পড়তে হবে।

وقف غُفران ঃ ওয়াক্‌ফে গুফরান। এখানে ওয়াক্‌ফ করলে গুনাহ্ মাফ হয়।

وقف النبى ঃ ওয়াক্‌ফুন নবী। এখানে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।

۶ ঃ ইহা রুকু'র চিহ্ন।

ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম

ওয়াক্‌ফ চিহ্নের ডানের হরফে এক যবর, এক যের, এক পেশ অথবা দুই যের, দুই পেশ থাকলে জযম ধরে পড়তে হবে। উক্ত হরফের ডানের হরফে মদ হলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হবে। লীনের হরফ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। লীনের হরফ না হলে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। ওয়াক্‌ফের ডানে গোল তা (ۃ) ব্যতীত অন্য কোন হরফে দুই যবর (بًا) থাকলে, এক যবর ধরে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। গোল তা (ۃ) থাকলে উহাতে হরকত বা তান্‌বীন যাই হোক না কেনো, ওয়াক্‌ফের অবস্থায় হায়ে সাকিন (ۃْ) পড়তে হবে।

ওয়াক্‌ফের প্রকারভেদ

যে শব্দে ওয়াক্‌ফ করা হবে, যদি তার শেষ হরফে জযম থাকে, তবে জযম পড়তে হবে। ইহাকে ওয়াক্‌ফ বিল ইছকান বলে। আর যদি হরকত থাকে, তাতে ওয়াক্‌ফ করার ২টি নিয়ম আছে ঃ (১) ওয়াক্‌ফ বির রাউম (২) ওয়াক্‌ফ বিল ইশমাম।

১ম নিয়ম ঃ যে হরফের উপর ওয়াক্‌ফ করা হবে তার উপর যে হরকত থাকবে, সেই হরকতের উচ্চারণে এক তৃতীয়াংশ প্রকাশ পাবে, যা শুধু যের এবং পেশের অবস্থায় হবে; যবরের অবস্থায় হবে না। ইহাকে ওয়াক্‌ফ বিররাউম বলে। যেমন—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এর শেষের মীমে সামান্য যেরের 'বূ' প্রকাশ করবে এবং نَسْتَعِيْنُ এর শেষের নূনের মধ্যে সামান্য পেশের 'বূ' প্রকাশ করবে যা অতি নিকটের লোকই খেয়াল করলে শুনতে পাবে।

২য় নিয়ম ঃ হরকতের ইঙ্গিত শুধু ঠোঁটের মধ্যে প্রকাশ পাবে, কোন আওয়াজ হবে না। আওয়াজে শুধু জযমই বুঝা যাবে। ইহা শুধু পেশের অবস্থায়ই হবে। ইহাকে ওয়াক্‌ফ বিল ইশমাম বলে। দর্শক ঠোঁটের দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে, ঠোঁট পেশের উচ্চারণের মত গোল হয়েছে।

ওয়াক্বফ বিররাউমের অবস্থায় যেখানে সামান্য হরকতের 'বূ' প্রকাশ করা হয়, তথায় মদ্দে আরেজী হবে না। যে কালিমার শেষে দুই যের অথবা দুই পেশ হবে, সেখানেও ওয়াক্‌ফ বিররাউম জায়েয আছে। কিন্তু হরকত প্রকাশ করার সময় তান্‌বীনের কোন অংশ প্রকাশ পাবে না। অস্থায়ী হরকত ও গোল তা (ۃ) ওয়াক্‌ফের অবস্থায় রাউম বা ইশমাম হবে না। তবে শুধু এক জায়গায় ইশমামে লফজী করে পড়তে হয়। যথা— সূরা ইউসূফে لَا تَأْمَنَّا । এখানে রাউমও জায়েয আছে। দুই নূনে ইদ্‌গাম করলে, ইশমাম পড়তে হয়। ইদ্‌গাম না করলে প্রথম নূনে রাউম পড়তে হয়।

অনুশীলনী-১১

১। সাকতাহ্ কাকে বলে? সমগ্র কোরআন শরীফে কয়টি সাকতাহ্ আছে? কোন কোন সূরায় সাকতাহ্ আছে লিখ।
২। সাকতাহ্ ও ওয়াক্‌ফ এর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ লিখ।
৩। ওয়াক্‌ফ কাকে বলে? ওয়াক্‌ফ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।
৪। ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম লিখ।
৫। সংজ্ঞা লিখ ঃ (ক) ওয়াক্‌ফে লাজেম (খ) ওয়াকফে গুফরান (গ) ওয়াক্‌ফে মতলক (ঘ) ওয়াক্‌ফে নবী।
৬। সংজ্ঞা লিখ ঃ (ক) ওয়াক্‌ফ বিররাউম (খ) ওয়াক্‌ফ বিল ইসকান (গ) ওয়াক্‌ফ বিল ইশমাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

মদ এর বিবরণ

মদ (مَدٌّ) ঃ হরকতের উচ্চারণ টেনে পড়াকে মদ বলে। মদের হরফ ৩টি। যথা—

ক) যবরের বাম পাশে খালি (ا) মদের হরফ। যেমন— بَا تَا ثَا

খ) পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (وْ) মদের হরফ। যেমন—

لُوْ - نُوْ - دُوْ

গ) যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (يْ) মদের হরফ। যেমন—

ذِيْ - قِيْ - لِيْ

ছন্দাকারে ঃ মদের হরফ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

মদ মোট ১০ প্রকার। এক আলিফ মদ তিন প্রকার। যথা ঃ (১) মদ্দে ত্বায়ী (২) মদ্দে বদল এবং (৩) মদ্দে লীন।

(১) মদ্দে ত্বায়ী (مَدٌّ طَبِيْعِيْ) ঃ

ছন্দকারে ঃ যবরের বাম পাশে খালী আলিফ (ا), পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (وْ) এবং যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (يْ) মদের হরফ। মদের হরফ হইলে তাহার ডানদিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে ত্বায়ী বলে। যেমন ঃ بَا - بِيْ - بُوْ

আবার কোন হরফে খাড়া যবর, খাড়া যের এবং উল্টা পেশ হলে ঐ হরফকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এটাকেও মদ্দে ত্বায়ী বলে। যেমন—

هٰذَا - بِهٖ - اِنَّهٗ । মদ্দে ত্ববায়ীকে মদ্দে আসলী ও মদ্দে জাতী বলে।

(২) মদ্দে বদল (مَدٌّ بَدَلٍ) ঃ

ছন্দাকারে ঃ হামযার (ء) হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া যেই মদ পড়া হয় তাহাকে মদ্দে বদল বলে। যেমন ঃ

اٰمَنُوْا - اٰمَنَّا - اٰلِفِهِمْ

(৩) মদ্দে লীন (مَدٌّ لِيْنٌ) ঃ মদ্দে লীন বুঝার আগে লীনের হরফ সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। লীন অর্থ নম্র অর্থাৎ যে অক্ষরগুলো নরমভাবে বিনা কষ্টে উচ্চারিত হয়, সেগুলোকে লীনের হরফ বলে। লীনের হরফ ২টি। যথা ঃ

১) যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (وْ) লীনের হরফ।

২) যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (يْ) লীনের হরফ।

লীনের হরফ হলে হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন—
كَيْفَ - سَوْفَ । লীনের হরফের পরের হরফে ওয়াক্‌ফ হলে লীনের হরফকে এক আলিফ (কারো কারো মতে দুই আলিফ পর্যন্ত) টেনে পড়তে হয়। এটাকে মদ্দে লীন বলে। যেমন—

نَوْمٍ - مَوْتِ - بَيْتِ - خَوْفٍ

*** মদ্দে লীন শুধু ওয়াক্‌ফ অবস্থায়ই হয়ে থাকে।**

ছন্দাকারে ঃ লীনের হরফ হইলে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। লীনের হরফের পরের হরফে ওয়াক্‌ফ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লীন বলে।

তিন আলিফ মদ দুই প্রকার। যথা ঃ

(১) মদ্দে মুনফাছিল (مَدٌّ مُنْفَصِلٌ) ঃ যদি মদের অক্ষরের পরে ء (হামযাহ্) অক্ষরটি পরবর্তী শব্দের প্রথমে আসে তখন যেই মদ তিন আলিফ টেনে পড়তে হয় তাকে মদ্দে মুনফাছিল বলে। যেমন ঃ

ছন্দাকারে ঃ মদের হরফের উপরের চিহ্ন চিকন, বামে পরবর্তী কালেমার শুরুতে হামযাহ্ (ء) থাকিলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে মুনফাছিল বলে।

وَمَآ اُنْزِلَ - مَآاَعْبُدُ - وَمَآاَدْرٰىكَ - لَآاَعْبُدُ- مَآاَغْنٰى-

(২) মদ্দে আরিযী (مَدٌّ عَارِضٌ) ঃ মদ্দে ত্ববায়ীর পরে শব্দের শেষে আসলী সাকিন না হয়ে যদি আরিযী সাকিন হয় তখন সেই মদকে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়, এটাকে মদ্দে আরিযী বলে।

ছন্দাকারে ঃ মদের হরফের পরের হরফে ওয়াক্ফ হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে আরেযী বলে। যেমন ঃ

اَلْكٰفِرُوْنَ - اَلْعٰلَمِيْنَ- رَحِيْمِ - دِيْنِ- يَرْجِعُوْنَ

* যে সাকিন ওয়াক্ফ (থামা) করার সময় হয়, কিন্তু মিলিয়ে পড়ার সময় হয় না, তাকে আরিযী সাকিন বলে।

* আলিফ সাকিন ডানে যবর দুইভাবে লেখা যায়। যেমন ঃ

كِتَابٌ - كِتٰبٌ - مَآئِكِ - مٰلِكِ

প্রথম শব্দে তা যবরের (تَ) পরে আলিফ সাকিন (ا) এবং দ্বিতীয় শব্দে আলিফ না লিখিয়া ইহার বদলে ت হরফে খাড়া যবর (') দেওয়া হয়েছে।

চার আলিফ মদ ৫ প্রকার। যথা ঃ

(১) মদ্দে মুত্তাছিল (مَدٌّ مُتَّصِلٌ) ঃ মুত্তাছিল শব্দের অর্থ হলো এক সাথে মিলিত। যদি একই শব্দের মধ্যে মদ্দে ত্ববায়ীর পরে ء (হামযাহ্) অক্ষরটি আসে তখন সেই মদকে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। এটাকে মদ্দে মুত্তাছিল বলে।

ছন্দাকারে ঃ মদের হরফের উপরের চিহ্ন মোটা বামে একই শব্দে হামযাহ্ থাকিলে সেই হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে মুত্তাছিল বলে। যেমন—

جَآءَكُمْ

এখানে جَآءَكُمْ শব্দে আলিফ সাকিনের ডানে যবর আছে, এই হিসাবে মদ্দে ত্ববায়ী। কিন্তু মদ্দে ত্ববায়ীর পরের হরফটি ء এসেছে একই শব্দের মধ্যে। এজন্য এটা মদ্দে ত্ববায়ী হতে বের হয়ে মদ্দে মুত্তাছিল হয়ে গিয়েছে।

سُوْٓءٍ ঃ এখানে سُوْٓءٍ শব্দে وْ সাকিনের ডানে পেশ আছে বলে এটা মদ্দে ত্ববায়ী। কিন্তু এর পরে একই শব্দের মধ্যে ء আসায় মদ্দে ত্ববায়ী পরিবর্তিত হয়ে মদ্দে মুত্তাছিল হয়ে গিয়েছে।

نُسِّيٓءَ ঃ এখানে يْ সাকিনের ডানে যের থাকায় ইহা মদ্দে ত্ববায়ী। কিন্তু একই শব্দে يْ এর পরে ء থাকায় ইহা মদ্দে মুত্তাছিল হয়ে গেলো। এই মদের হরফকে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া ওয়াজিব। এই জন্য ইহাকে মদ্দে ওয়াজিবও বলা হয়।

(২) মদ্দে লাযিম (مَدٌّ لَازِمٌ) ঃ মদের অক্ষরের পর লাযেমী সাকিন আসলে সেই মদের অক্ষরে যে মদ করতে হয় তাকে মদ্দে লাযিম বলে।

***লাযেমী সাকিন ঃ** যে সাকিন সকল সময় বা সর্বাবস্থায় একইভাবে ঠিক থাকে অর্থাৎ যে অক্ষরটিতে লাযেমী সাকিন হয়, সেই অক্ষরটি চাই ওয়াক্ফ করে পড়া হোক বা পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হোক সকল সময়েই সে সাকিন ঠিক থাকে, তাকে লাযেমী সাকিন বা আসলী সাকিন বলে।

মদ্দে লাযিম আবার ৪ প্রকার ঃ

(১) মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ ঃ (مَدٌّ لَازِمٌ حَرْفِيٌّ مُخَفَّفٌ)

যদি কোন শব্দ না হইয়া শুধু অক্ষরের মধ্যে মদের অক্ষরের পরে জযম বিশিষ্ট সাকিন অক্ষর থাকে, তবে সেই মদের অক্ষরকে ৪ আলিফ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম হারফী মুখাফফাফ বলে।

ছন্দাকারে ঃ হরফের উপরের চিহ্ন মোটা বামে তাশদীদ না থাকিলে সেই হরফের নাম ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয। ইহাকে মদ্দে লাজিম হরফী মুখাফফাফ বলে। যথাঃ

كٓ - سٓ - نٓ - مٓ - لٓ

শুধু অক্ষর হলেও এদের মধ্যে মদ এর অক্ষর ও জযমযুক্ত অক্ষর উভয়ই নিহিত রয়েছে। যেমন— ك এর উচ্চারণ করতে كَا فْ, ل উচ্চারণ করতে لَا مْ, س এর উচ্চারণ করতে سِيْنْ ইত্যাদি। মদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল ও হরফী মুখাফফাফের জন্য ৮টি অক্ষর নির্দিষ্ট আছে। যথা— كَمْ عَسَلٍ نَقَصَ

(২) মদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল (مَدٌّ لَازِمٌ حَرْفِيٌّ مُثَقَّلَ) ঃ

যদি কোন শব্দ না হয়ে শুধু অক্ষরের মধ্যে মদের অক্ষরের পরে তাশ্‌দীদযুক্ত সাকিন অক্ষর থাকে, তবে সেই মদের অক্ষরকে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম হরফী (অক্ষরগত) মুছাক্কাল বলে।

ছন্দাকারে ঃ হরফের উপরের চিহ্ন মোটা বামে তাশদীদ থাকিলে সেই হরফের নাম ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম হরফী মুছাক্কাল বলে। যেমন ঃ

الٓمّٓ - طٰسٓمّٓ

এখানে ل লিখতে লাম, আলিফ, মীম্ (ل ا م) — এই তিনটি অক্ষর লেগেছে। তন্মধ্যে মাঝের আলিফ অক্ষরটি মদের অক্ষর ও শেষের মীম্ অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত সাকিন।

৩) মদ্দে লাযিম কাল্‌মী মুখাফফাফ ঃ (مَدٌّ لَازِمٌ كَلِمِيٌّ مُخَفَّفَ)

যদি কোন শব্দের মধ্যে মদ এর অক্ষরের পরে জযম বিশিষ্ট সাকিন অক্ষর থাকে, তবে সেই মদের অক্ষরকে ৪ আলিফ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম কালমী (শব্দগত) মুখাফফাফ বলে।

ছন্দাকারে ঃ কালিমায় মদের হরফের উপরের চিহ্ন মোটা বামে জযম থাকিলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাজিম কাল্‌মী মুখাফফাফ বলে। যেমনঃ

آلْئٰنَ

এখানে آلْئٰنَ শব্দের মধ্যে মদের হরফ ا এর পরে لْ সাকিন থাকায় ৪ আলিফ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

(৪) মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল (مَدٌّ لَازِمٌ كَلِمِيٌ مُثَقَّل) ঃ

যদি একই শব্দের মধ্যে মদের অক্ষরের পরে তাশদীদযুক্ত সাকিন অক্ষর থাকে, তবে সেই মদের অক্ষরকে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম কালিমী (শব্দগত) মুছাক্কাল বলে।

ছন্দাকারে ঃ কালিমায় মদের হরফের উপরের চিহ্ন মোটা বামে তাশদীদ থাকিলে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল বলে। যেমনঃ

وَلَا الضَّآلِّيْنَ - دَآبَّةٌ

دَآبَّةٌ শব্দে মদের অক্ষর আলিফের পরে তাশ্‌দীদযুক্ত ب সাকিন রয়েছে। তাই এটা মদ্দে লাযিম কালমী মুছাক্কাল।

অনুশীলনী-১২

১। মদ কাকে বলে? মদের হরফ কয়টি ও কী কী?
২। মদ মোট কতো প্রকার? এক আলিফ মদ কতো প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।
৩। লীনের হরফ কয়টি ও কী কী? মদ্দে লীন কাকে বলে?
৪। তিন আলিফ মদ কতো প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ লিখ।
৫। চার আলিফ মদ কতো প্রকার ও কী কী? ১টি করে উদাহরণ দাও।
৬। মদ্দে লাযিম কতো প্রকার ও কী কী? ১টি করে উদাহরণ দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ক্বলক্বলা'র বিবরণ

ক্বলক্বলা অর্থ ধাক্কা দিয়ে গম্ভীর স্বরে পড়া। ক্বলক্বলার হরফ ৫টি। যথাঃ

ق ط ب ج د

বাকী ২৪টি হরফে ক্বলক্বলা হয় না। ক্বলক্বলা দুই প্রকার। যথা- (১) ক্বলক্বলায়ে সগীর (২) ক্বলক্বলায়ে কবীর।

শব্দের মাঝখানে এই ৫ হরফের কোন হরফে জযম (সাকিন) হলে ক্বলক্বলা করে পড়তে হয়। ইহাকে ক্বলক্বলায়ে সগীর অর্থাৎ ছোট ক্বলক্বলা বলে। আর এই ৫ হরফের কোন হরফে ওয়াক্ফ সাকিন হলে যে ক্বলক্বলা করে পড়তে হয় তাকে ক্বলক্বলায়ে কবীর অর্থাৎ বড় ক্বলক্বলা বলে। শেষ অবস্থায় একটু বেশী ক্বলক্বলা করতে হয় এবং ক্বলক্বলার অক্ষরে কিঞ্চিত যবরের উচ্চারণ আদায় করতে হয়। যেমন ঃ

হরফ	সাকিন অবস্থায় ক্বলক্বলা (ছোট ক্বলক্বলা)	ওয়াক্ফ অবস্থায় ক্বলক্বলা (বড় ক্বলক্বলা)
ق	رُزِقْنَا	عَمِيْقٌ
ط	يَقْطَعُوْ	اَحَدٌ
ب	يَبْخَلُوْنَ	حِسَابٌ
ج	يَجْعَلُوْنَ	بَهِيْجٌ
د	يَدْخُلُوْنَ	شَدِيْدٌ

অনুশীলনী-১৩

১। ক্বলক্বলা অর্থ কী? ক্বলক্বলার হরফ কয়টি ও কী কী?

২। ক্বলক্বলার শব্দ পড়ার নিয়ম বর্ণনা করো?

৩। ক্বলক্বলা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

চতুর্দশ অধ্যায়

ر অক্ষর পড়ার বিবরণ ঃ

নিম্নলিখিত চার অবস্থায় ر অক্ষরকে বারীক (পাতলা বা ক্ষীণ) করে পড়তে হয়।

ছন্দাকারে ঃ

(১) ر অক্ষরে যের থাকিলে সেই ر কে পাতলা করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন— رِجَالٌ - رِزْقٌ

(২) ر সাকিন তার ডাইনে আসলী যের থাকিলে বামে হরূফে মুস্তালিয়ার কোন হরফ না থাকিলে সেই ر কে পাতলা করিয়া পড়িতে হয়। যথা—

مِرْيَةٌ - فِرْعَوْنَ

(৩) ر এ মওকুফা সাকিন তার ডাইনে ইয়া সাকিন (ىْ) থাকিলে সেই ر কে পাতলা করিয়া পড়িতে হয়। যথা—

خَيْرٌ - سَيْرٌ - غَيْرٌ - خَبِيْرٌ - بَصِيْرٌ -

(৪) ر এ মওকুফা সাকিন তার ডাইনে ইয়া ব্যতীত অন্য হরফ সাকিন তার ডাইনে যের থাকিলে সেই ر কে পাতলা করিয়া পড়িতে হয়।। যথা—

- شِعْرِ - ذِكْرِ - حِجْرِ

ر অক্ষর নিম্নলিখিত পাঁচ অবস্থায় পোর (মোটা বা স্পষ্ট) করে পড়তে হয় ঃ

ছন্দাকারে ঃ

(১) ر অক্ষরে যবর অথবা পেশ থাকিলে সেই ر কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যথা— رَسُوْلٌ - رُزِقُوْ - فِرَاشًا

(২) ر সাকিন তার ডাইনে যবর অথবা পেশ থাকিলে সেই ر কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যথা— يَرْجِعُوْنَ - قُرْبَانًا

(৩) ر সাকিন তার ডাইনে অস্থায়ী যের (আরিযী কাসরা) থাকিলে সেই ر কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যথা—*

مَنِ ارْتَضٰى - رَبِّ ارْجِعُوْنَ - اِنِ ارْتَبْتُمْ

(৪) ر সাকিন তার ডাইনে আসলী যের থাকিলে বামে হরূফে মুস্তালিয়ার কোন হরফ থাকিলে সেই ر কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যথা—

فِرْقَةٌ - مِرْصَادٌ - قِرْطَسٌ

(৫) ر এ মওকুফা সাকিন তার ডাইনে ইয়া ইয়া ব্যতীত অন্য হরফ সাকিন তার ডাইনে যবর অথবা পেশ থাকিলে সেই ر কে মোটা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন—

فَجْرِ - شَهْرٌ - خُسْرٍ - اَلْقَدْرُ -

* যেই যের পূর্বে ছিলো না বরং সাকিন ছিলো। এই সাকিনকে অন্য শব্দের সাথে মিলিয়ে ব্যাকরণ মতে সহজে পড়ার জন্য পরে যের দেওয়া হয়েছে। একে কাসরায়ে আরেযী বলে। যেমন— مَنِ ارْتَضٰى

* হরূফে মুস্তালিয়া ৭টি ঃ ص ض ط ظ غ خ ق

অনুশীলনী-১৪

১। কোন্ কোন্ অবস্থায় ر অক্ষরকে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়? উদাহরণসহ লিখ।

২। কোন্ কোন্ অবস্থায় ر অক্ষরকে বারিক বা পাতলা করে পড়তে হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৩। ر অক্ষর পড়ার নিয়মাবলী বর্ণনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়
হায়ে-যমীর এর বিবরণ

যে ه অক্ষর শব্দের শেষে সর্বনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বাংলা ভাষায় যার অর্থ 'উহার' বা 'ইহার' হয়, সে ه অক্ষরকে আরবী ভাষায় হায়ে-যমীর বলে।

হায়ে-যমীর পড়ার নিয়ম ঃ

১) যখন ه যমীরের উপর ، (উল্টো পেশ হয়) থাকে তখন বুঝতে হবে যে উক্ত ه যমীরের উপর পেশ আছে এবং উহার পর একটি وْ (জযমওয়ালা ওয়াও) মিলিত আছে। যথা (ه + وْ) এর সংক্ষিপ্ত রূপ هٗ। পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (وْ) মদ্দে ত্বাবায়ী। কাজেই هٗ কে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। যথা—

مَالُهٗ - نَحْمَدُهٗ - رَسُوْلُهٗ

২) যখন ৪ যমীরের নিচে খাড়া যের (৪) থাকে তখন বুঝতে হবে যে উক্ত ৪ যমীরের নিচে (৪) যের আছে এবং উহার পর একটি ىْ মিলিত আছে। (ىْ + ৪) হলো ৪ খাড়া যের এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যেরের বাম পাশে ىْ (জযমওয়ালা ইয়া) মদের হরফ (মদ্দে ত্ববায়ী)। এটাকে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। যথা— بِهٖ

হায়ে যমীরের উপরে উল্টো পেশ অথবা নিচে খাড়া যের থাকলে উহাকে মদ্দে সিলাহ্ বলে। একে মদ্দে ত্ববায়ী ও মদ্দে জাতীও বলা হয়।

যথা— بِهٖ - مَالَهٗ

অনুশীলনী-১৫

১। হায়ে-যমীর কাকে বলে? হায়ে-যমীর পড়ার নিয়ম কি?

২। মদ্দে সিলাহ্ কাকে বলে? মদ্দে সিলাহ্র ২টি উদাহরণ দাও।

ষোড়শ অধ্যায়
লাম অক্ষর পড়ার বিবরণ

اَللّٰهُ শব্দের লামের পূর্বে যবর (َ) অথবা পেশ (ُ) থাকলে ঐ লামকে মোটা করে পড়তে হয়। যেমন— اَللّٰهُ - اَسْتَغْفِرُوااللّٰهَ ।

আর যখন اَللّٰهُ শব্দের লামের পূর্বে যের (ِ) থাকে, তখন ঐ লামকে বারীক (পাতলা) করে পড়তে হয়। যেমন— لِلّٰهِ - بِسْمِ اللّٰهِ । এছাড়া যতো জায়গায় (ل) ব্যবহৃত হবে সবই পাতলা করে পড়তে হবে।

অনুশীলনী-১৬

১। কোন কোন অবস্থায় ر অক্ষরকে পোর এবং কোন কোন অবস্থায় বারিক করে পড়তে হয়? ১টি করে উদাহরণ দাও।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইসকান ও ইব্দাল এবং তায়ে তানীছ ও ইমালার বিবরণ

ইস্কান ঃ যে অক্ষরের মধ্যে ওয়াক্ফ করতে হয়, সেই অক্ষরে শুধু যবর থাকলে তাকে সাকিন করা বা জযম দেওয়াকে ইস্কান বলে। যথা—

يَعْلَمُوْنَ - يَعْمَهُوْنَ - مُهْتَدِيْنَ - يُبْصِرُوْنَ

ইব্দাল ঃ যে অক্ষরের মধ্যে ওয়াক্ফ করা হয়, সেই অক্ষরে দুই যবর থাকলে, এক যবর আলিফের সহিত পরিবর্তন করে পড়াকে ইব্দাল বলে। ইহাতে দুই যবরের পরিবর্তে এক যবর এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যথা—

قَلِيْلًا - اِحْسَانًا - فَقَلِيْلًا - اَفْوَاجًا

তায়ে-তানীছ ঃ যেই তা অক্ষর স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাকে ة (তায়ে-তানীছ) বলা হয়ে থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ গোল তা-ও বলা হয়ে থাকে। ওয়াক্ফের অবস্থায় উহাকে হায়ে হাওয়াযের মত পড়তে হবে। যথা— مُطَهَّرَةٌ - شَفَاعَةٌ - بَقَرَةً

ওয়াক্ফ অবস্থায় না আসলে উহাকে তা (ت) অক্ষরের মতো পড়তে হবে। যথা— مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ - بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا

ইমালা ঃ ইমালা অর্থ লটকিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ যেরকে যবরের দিকে লটকিয়ে দেওয়া, যেনো সম্পূর্ণ যের না হয় এবং যবরও না হয়। বরং উচ্চারণটা যেনো যের ও যবরের মধ্যবর্তী হয়, তাকে ইমালা বলে। কোরআনের এক জায়গায় সূরা হুদের মধ্যে শুধু ইমালা আছে। যথা—

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا বিমিল্লাহি মাজরেহা পড়তে হবে।

অনুশীলনী-১৭

১। উদাহরণ সহ সংজ্ঞা লিখ ঃ

(ক) এসকান (খ) এব্দাল (গ) তায়ে-তানিছ (ঘ) এমালা

অষ্টাদশ অধ্যায়
‘আলিফ-লাম’ তারীফ ও ‘আলিফ- যায়েদা’ এর বিবরণ

১) ‘আলিফ-লাম’ তারীফ ঃ যে আলিফ-লাম কোন ইসম বা বিশেষ্যের পূর্বে এসে থাকে, তাকে ‘আলিফ-লাম’ তারীফ বলে। এই আলিফ-লাম লিখার সময় আসে, এগুলোর উপর হরকত থাকে না বলে পড়ায় আসে না। যেমন ঃ مَلِكِ النَّاسِ - فِى الصُّدُوْ - وَالتِّيْنِ

২) আলিফ-যায়েদার বিবরণ ঃ আলিফ যায়েদার অর্থ অতিরিক্ত আলিফ, অর্থাৎ যে আলিফ লেখার সময় লিখতে হয়, কিন্তু পড়ার সময় পড়তে হয় না, তাকে আলিফ-যায়েদা বলে। সমগ্র কোরআন শরীফে ৩০ জায়গায় আলিফ-যায়েদা রয়েছে। উহা চিনার উপায় হলো আলিফ-যায়েদার উপর একটি ছোট বৃত্ত (০) রয়েছে। যেমন ঃ সূরা হাদীদের ৩ নং আয়াতে سَلٰسِلَاْ এ আলিফের উপর একটি ছোট বৃত্ত (০) রয়েছে। তদ্রূপ সূরা মু’মিনুনের ৪৬ নং আয়াতে مَلَاْئِهٖ শব্দে আলিফ-যায়েদার উপর অনুরূপ একটি ছোট বৃত্ত (০) রয়েছে।

অনুশীলনী-১৮

১। আলিফ লাম তারীফ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
২। আলিফ যায়েদা কাকে বলে? সমগ্র কোরআন শরীফে কতো জায়গায় আলিফ যায়েদা আছে? আলিফ যায়েদার ২টি উদাহরণ দাও।
৩। আলিফ যায়েদা চিনার উপায় কী? আলিফ যায়েদার হুকুম লিখ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

আনা (اَنَا) শব্দ পড়ার বিবরণ

আনা (اَنَا) শব্দের অর্থ আমি। একে আরবীতে যমীর (সর্বনাম) বলে। اَنَا শব্দের শেষে نَا এর আলিফ পড়তে হবে না; শুধু اَنَ পড়তে হবে। তবে নিম্নলিখিত اَنَا (শব্দগুলোর আলিফ অবশ্যই পড়তে হবে। কেননা এগুলো যমীর বা সর্বনাম নহে।

সূরা রা'দের ২৭ নং আয়াত - اَنَابَ

সূরা যুমারের ১৭ নং আয়াতে - اَنَابُوْا

সূরা ইমরানের ১১৯ নং আয়াতে - اَنَامِلَ

সূরা ফুরকানের ৪৯ নং আয়াতে - اَنَاسِيَّ

ছন্দের মাধ্যমে ঃ

اَنَابَ - اَنَابُوْا - اَنَامِلَ - اَنَاسِيَّ — *এই চার* اَنَا *টানা অন্য সকল* اَنَا *টানা মানা (নিষেধ)।*

অনুশীলনী-১৯

১। আনা (اَنَا) শব্দের হুকুম কি? কোন কোন সূরার কোন আয়াতে اَنَا অবশ্যই পড়তে হবে?

২। চার আনা ব্যতীত সকল আনার টানা মানা কেন?

বিংশ অধ্যায়
নূনে কুতনী, আলিফ সাকিন এর বিবরণ

নূনে কুতনী ঃ যদি কোন শব্দের শেষে এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে আলিফের ডানে ছোট অক্ষরে নূন লিখা থাকে তাহলে সেই নূনকে নূনে কুতনী বলে। মিলিয়ে পড়লে নূনের নিচে যের ধরে পড়তে হবে। থেমে গেলে নূনে কুতনী পড়তে হবে না।

ছন্দাকারে ঃ তান্‌বীনের বামে তাশদীদ অথবা জযম হইলে তান্‌বীনের ভিতরে লুক্কায়িত নূনকে স্পষ্ট করিয়া জের দিয়া মিলাইয়া পড়িতে হয়। যেমন—

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ﴿١﴾ الَّذِىۡ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۨ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

وَنَادٰى نُوۡحُ ۨ ابۡنَهٗ

দুই যবরের (ً) পর ا বা ى আসলে ঐ আলিফ বা ইয়াকে পড়তে হবে না।

* ওয়াকফের সময় দুই যবর থাকলে এক যবর এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন— كَثِيۡرًا - طُوًى

আলিফ সাকিন ঃ আলিফ সর্বদা সাকিন হয়, উহার উপর জযম দেওয়া হয় না। তবে আলিফের উপর জযম দিলে উহাকে বাংলা বিসর্গ (ঃ) এর মতো একটু ঝটকা দিয়ে পড়তে হবে। যেমন –

كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ (মা'কূল পড়তে হবে)।

যদি তান্‌বীন হরফের পরে (বামে) তাশদীদযুক্ত হরফ থাকে তাহলে দুই যবরের পরিবর্তে এক যবর (َ), দুই যেরের পরিবর্তে এক যের (ِ) এবং দুই পেশের পরিবর্তে এক পেশ (ُ) পড়তে হবে। যেমন—

লিখিত রূপ	প্রকৃত উচ্চারণ
مَالًا وَّعَدَّدَهٗ	مَالَا وَّعَدَّدَهٗ ۙ
لَهَبٍ وَّتَبَّ	لَهَبِ وَّتَبَّ
وَيْلٌ لِّكُلِّ	وَيْلُ لِّكُلِّ

অনুশীলনী-২০

১। নূনে কুতনী কাকে বলে? উদাহরণসহ নূনে কুতনী ও আলিফ সাকিন এর হুকুম লিখ।

একবিংশ অধ্যায়
লাহান এর বিবরণ

লাহান ঃ ইলমে তাজ্‌ভীদের খেলাফ কুরআন শরীফ ভুল বা অশুদ্ধ পড়াকে লাহান বলে। লাহান দুই প্রকার ঃ (১) লাহানে জলী (বড় ভুল) এবং (২) লাহানে খফী (ছোট ভুল)।

লাহানে জলী ঃ এক হরফের স্থানে অন্য হরফ পড়া বা এক হরকতের স্থানে অন্য হরকত পড়া এবং হরকতের স্থানে মদ পড়া বা মদের স্থানে হরকত পড়াকে লাহানে জলী বলে। এ ধরনের ভুলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়।

লাহানে জলী ছয় প্রকার। যথা ঃ

১) হরকতের স্থানে মদ পড়া। যেমন—

اَلَمْ تَرَ এর স্থলে اَلَمْ تَرَا পড়া

২) মদের স্থানে হরকত পড়া। যেমন—

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ এর স্থলে تَبَّتْ يَدَ اَبِىْ পড়া

৩) এক হরফের স্থানে অন্য হরফ পড়া। যেমন—

اَلْحَمْدُ এর স্থলে اَلْهَمْدُ পড়া

৪) এক হরকতের স্থানে অন্য হরকত পড়া। যেমন—

اَنْعَمْتَ এর স্থলে اَنْعَمْتُ পড়া

৫) জযমের স্থানে হরকত পড়া। যেমন—

خَلَقْنَا এর স্থলে خَلَقَنَا পড়া

৬) হরকতের স্থানে জযম পড়া। যেমন—

وَلِيَ دِيْنِ এর স্থলে وَلْيَ دِيْنِ পড়া

লাহানে খফী ঃ লাহানে খফী অর্থ এমন ভুল, যাতে অর্থের পরিবর্তন হয় না। তবে পড়ার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। যেমন— বারীক হরফকে পোর পড়া অথবা পোর হরফকে বারীক পড়া, গুন্নাহ্‌র স্থানে গুন্নাহ্ না করা, ইজহার এর স্থানে ইজহার না করা, ইখফার স্থানে ইখফা না করা ইত্যাদি। যেমন—

رَسُوْلٌ - এর ر অক্ষরকে পোর না পড়ে বারীক পড়া।

رِزْقٌ - এর ر অক্ষকরকে বারীক না পড়ে পোর পড়া।

অনুশীলনী-২১

১। লাহান কাকে বলে? লাহান কতো প্রকার ও কী কী?
২। লাহানে জলী কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।
৩। লাহানে খফী কাকে বলে। লাহানে খফীর ২টি উদাহরণ দাও।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আরবী অক্ষরের কতিপয় সিফাত - এর বিবরণ

সিফাত ঃ আরবী ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর অক্ষরগুলোর উচ্চারণ-ভঙ্গি বিভিন্ন রূপ। শব্দে ব্যবহৃত কোন অক্ষর উচ্চারণের সময় শ্বাস বন্ধ রাখতে হয় আবার কোন অক্ষর উচ্চারণের সময় শ্বাস ছাড়তে হয়; কোন অক্ষরের উচ্চারণ কোমল আবার কোন অক্ষরের উচ্চারণ শক্ত হয়ে থাকে। এই প্রকার বিভিন্ন গুণকেই অক্ষরের সিফাত (গুণ বা বৈশিষ্ট্য) বলে।

আরবী অক্ষরসমূহের কতিপয় সিফাত ঃ

(১) হরূফে-মাহ্মুছাহ্ ঃ যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে মৃদু আওয়াজ হয় ও আওয়াজ জারী হতে থাকে, সেগুলোকে হরূফে মাহ্মুছাহ্ বলে।

হরূফে মাহ্মুছাহ্ ১০টি । যথা— ف ح ث ه ش خ ص س ك ت

(২) হরূফে মাজ্হুরাহ্ ঃ যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে বড় আওয়াজ হয় এবং আওয়াজ বন্ধ হয়ে পুনরায় জারী হতে থাকে, সেগুলোকে হরূফে মাজ্হুরাহ্ বলে। হরূফে মাজ্হুরাহ্ ১৯টি। যথা—

ا م ط ظ ب ج ر ز و د ذ ض ن ق ل ع غ ى

(৩) হরূফে শাদীদাহ্ ঃ যে অক্ষরগুলোর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং উচ্চারণ করার সময় তাদের আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, এবং কঠিন স্বরে উচ্চারিত হয় সেগুলোকে হরূফে শাদীদাহ্ বলে। হরূফে শাদীদাহ্ ৮টি। যথা— ا ب ت ج د ق ك ط

(৪) হরূফে এস্তে'এলাহ্ ঃ যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে জিহ্বা উপরি তালুর দিকে উত্থিত হয় সেগুলোকে হরূফে ইস্তে'এলা বলে। হরূফে ইস্তে'এলা ৭টি। যথা—

ص ض ط ظ غ خ قُ

হরূফে ইস্তে'এলা সর্বদাই পোর করে পড়তে হবে।

(৫) হরূফে ছাফীরাহ্ ঃ যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে চড়ুই পাখীর চিচি শব্দের ন্যায় উচ্চারিত হয়, সেগুলোকে হরূফে ছাফীরাহ বলে।

হরূফে ছাফীরাহ ৩টি। যথা— س ص ز

(৬) হরফে মুস্তাত্বীলাহ্ ঃ যে হরফ উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ খুব দীর্ঘ করা হয়, তাকে হরফে মুস্তাত্বীলাহ্ বলা হয়। হরফে মুস্তাত্বীলাহ শুধুমাত্র ১টি — ض

এখানে একটি কথা স্বরণযোগ্য যে, হরফের উচ্চারণে দীর্ঘ করা আর মদ্দের দীর্ঘ করা এক নয়। হরফে মুস্তাত্বীল দীর্ঘ হয় মাখরাজে কিন্তু মদ্দের দীর্ঘ হয় নিঃশ্বাসে।

(৭) হরফে তাফাশ্‌শী ঃ যে হরফ উচ্চারণ করার সময় মুখের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করার ফলে মুখ প্রশস্ত হয় তাকে হরফে তাফাশ্‌শী বলে। হরফে তাফাশ্‌শী শুধুমাত্র ১টি — ش

ছড়াঃ ছাফীরে চিচির আওয়াজ কুলকুলায় কম্পন,
তাফাশ্‌শীতে ছড়ায় আওয়াজ জেনে রাখ মন
ইস্তিত্বলাত পড়তে সময় লাগবে অধিকক্ষণ।

অনুশীলনী-২২

১। আরবী অক্ষরসমূহের সিফাত কাকে বলে? নিচের অক্ষগুলোর সিফাত লিখ ঃ

ط ث خ ش

২। হরূফে মাহমুছাহ কাকে বলে? হরূফে মাহমুছাহ কয়টি ও কী কী লিখ।
৩। হরূফে মাজহুরাহ কাকে বলে? হরূফে মাজহুরাহ কয়টি ও কী কী লিখ।
৪। হরূফে শাদীদাহ্ কাকে বলে? হরূফে শাদীদাহ্ কয়টি ও কী কী লিখ।
৫। হরূফে মুস্তালিয়াহ্ কাকে বলে? হরূফে মুস্তালিয়াহ কয়টি ও কী কী লিখ।
৬। হরূফে ছাফীরাহ্ কাকে বলে? হরূফে ছাফীরাহ্ কয়টি ও কী কী লিখ।
৭। হরফে মুস্তাত্বীলাহ্ কাকে বলে? মুস্তাত্বীলাহ্‌র হরফটি লিখ।
৮। হরফে তাফাশ্‌শী কাকে বলে? তাফাশ্‌শীর হরফটি লিখ।

ত্রাবিংশ অধ্যায়

আয়াতে সিজদাহ্

হানাফী মাযহাব মতে কোরআন শরীফে ১৪টি এমন আয়াত রয়েছে, যা তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপরই সিজদাহ্ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইহাকে আয়াতে সিজদাহ্ বলে। উক্ত ১৪টি আয়াত পরিচয়সহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমঃ	পারা	সূরার নাম	রুকু	আয়াত নং	সিজদার আয়াত
১	৯	আ'রাফ	২৪	২০৬	اِنَّ الَّذِيْنَ ..... يَسْجُدُوْنَ
২	১৩	রা'দ	২	১৫	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُوْنَ .... وَالْاٰصَالِ
৩	১৪	নাহল	৭	৪৯-৫০	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ ... مَا يُؤْمَرُوْنَ
৪	১৫	বনী ইসরাঈল	১২	১০৭-১০৯	قُلْ اٰمِنُوْا.....خُشُوْعًا
৫	১৬	মারয়াম	৪	৫৮	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ.....وَّبُكِيًّا
৬	১৭	হজ্ব	২	১৮	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ.....مَا يَشَآءُ
৭	১৯	ফুরক্বান	৫	৬০	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ.....نُفُوْرًا
৮	১৯	নমল	২	২৫-২৬	اَلَّا يَسْجُدُوْ.....الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
৯	২১	সিজদাহ্	২	১৫	اِنَّمَا يُؤْمِنُ....لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
১০	২৩	সোয়াদ	২	২৪	قَالَ لَقَدْ....رَاكِعًا وَّاَنَابَ
১১	২৪	হা-মীম্ সিজদাহ্	৫	৩৭-৩৮	وَمِنْ اٰيٰتِهِ....لَا يَسْئَمُوْنَ
১২	২৭	নাজ্ম	৩	৬২	فَاسْجُدُوْ.....وَاعْبُدُوْا
১৩	৩০	ইন্‌শিক্বাক্ব	১	২১	وَاِذَا قُرِئَ....لَا يَسْجُدُوْنَ
১৪	৩০	আ'লাক্ব	১	১৯	لَا تُطِعْهُ.....وَاقْتَرِبْ

সিজদাহ্ করার নিয়ম

সিজদাহ্'র আয়াত পড়া শেষ হলে পবিত্রতার সহিত দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবর বলে সোজা সিজদায় চলে যাবে এবং সিজদাহ্'র তাসবীহ্ পাঠ করে আল্লাহু আকবর বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এতে একটি সিজদাহ্ আদায় হলো। সিজদাহ্'র আয়াতের শ্রোতাও এমনিভাবে সিজদাহ্ আদায় করবে। তিলাওয়াতে সিজদাহ্ ওয়াজিব। নামাজের ভিতরে ও বাইরে উভয় অবস্থায় সিজদাহ্ ওয়াজিব।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের আদব

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার মনস্থ করলে, প্রথমে মেসওয়াক করে ওযু করতে হয়। তারপর পাক কাপড় পরিধান করে পাক বিছানায় খালেস নিয়তে কেবলামুখী হয়ে বসতে হয়। মসজিদে বসতে পারলে অতি উত্তম। তৎপর কোরআন শরীফ কোন পবিত্র উচ্চাসনের (রেহাল ইত্যাদির) উপর রেখে প্রথমে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে বিনীতভাবে, বিশুদ্ধ অন্তরে করুণ স্বরে শুদ্ধরূপে পড়া আরম্ভ করতে হয়। পড়ার কালে এরূপ মনে করতে হয় যে, যেনো আমি খোদা তায়ালার সাথে কথা বলছি ও তাঁকে দেখছি। যদি মনে সেরূপ একাগ্রতা না আসে, তবে মনে করবে যে, খোদা তায়ালা আমাকে দেখছেন ও সৎকার্য করতে আদেশ ও অসৎকার্য করতে নিষেধ করছেন। বিশেষতঃ কোরআনের অর্থ বুঝলে সুসংবাদজনক আয়াত পাঠে প্রফুল্ল ও ভয়জনক আয়াত পড়ে ভীত হবে। পড়ার সময় অন্য কোন কথা বলতে হলে কোরআন শরীফ বন্ধ করে বলতে হয়। আবার পড়া আরম্ভ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পুনরায় পড়তে হয়।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সম্বন্ধীয় কতিপয় জরুরী মাছায়েল ঃ

(১) কোরআন পাকের যথাসাধ্য তা'যীম করবে; কেননা কোরআন পাকের বে-তা'যীমী করা কুফর।

(২) নাপাক অবস্থায় কোরআন শরীফ স্পর্শ করা তো দূরের কথা মৌখিক তিলাওয়াতও জায়েয নেই।

(৩) বে-ওযু অবস্থায় কোরআন শরীফ বিনা গেলাফে স্পর্শ করা জায়েয নেই, তবে মুখস্থ তিলাওয়াত করা জায়েয আছে।

(৪) কোরআন শরীফ মুখস্থ পড়ার চেয়ে শুনায় সওয়াব বেশী।

(৫) কোরআন শরীফ মুখস্থ পড়ার চেয়ে দেখে পড়া উত্তম।

(৬) স্পষ্ট আওয়াজে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা উত্তম।

(৭) মুক্তার মালা গাঁথার সময় যেরূপ এক একটি মুক্তা পৃথক পৃথক করে গাঁথতে হয়, কোরআন শরীফ পড়ার কালেও সেরূপ এক একটি শব্দ করে আলগা আলগাভাবে পড়া কর্তব্য— যেনো এক শব্দের শেষ অক্ষর অন্য শব্দের পথম অক্ষরের সঙ্গে মিশে কোন অর্থহীন শব্দের উৎপত্তি না হয়।

(৮) কোরআন শরীফ নিচে রেখে উপরে বসা অথবা পিছনে রেখে বসা জায়েয নেই।

(৯) কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, তাফসীর ও ফেক্বার কিতাব এবং মক্কা শরীফের দিকে নিদ্রিত বা জাগ্রত অবস্থায় পা সোজা করা মাকরূহ।

(১০) যে যে স্থানে নামায পড়া মাকরূহ, সে স্থানে কোরআন পড়াও মাকরূহ। যেমন— অপবিত্র স্থানে, গোসলখানায়, আবর্জনা ফেলার স্থানে এবং জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় বসে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা মাকরূহ।

(১১) তিলাওয়াত আরম্ভের পূর্বে আউ'জু ..... এবং বিসমিল্লাহ .... পাঠ করা আবশ্যক।

(১২) দাঁড়িয়ে, ঠেস লাগিয়ে অথবা শয়ন করে কোরআন পাঠ করা দুরস্ত আছে। কিন্তু নম্রস্বরে বিনীতভাবে বসে পড়াই উত্তম। চীৎকার করে পড়া অত্যন্ত বে-আদবী।

(১৩) থামার স্থানে না থামলে ও না থামার স্থানে থামলে নামায ফাসেদ হবে না। সেইরূপ গুন্নাহ্, ক্বলক্বলা বা মদ আদায় না হলেও নামায ফাসেদ হবে না।

(১৪) কোরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় কাউকে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। ইঙ্গিতে সালামের জওয়াব দেওয়া জায়েয আছে, তবে না দেওয়াই উত্তম।

(১৫) তিলাওয়াতের সময় আযান শুনলে পড়া বন্ধ করে আযান শ্রবণ করা ও তার জওয়াব দেওয়া কর্তব্য।

(১৬) ঊর্ধ্বপক্ষে ৪০ দিনে এবং নিম্নপক্ষে ৩ দিনে ১ বার কোরআন শরীফ খতম করা উত্তম।

(১৭) কোরআন শরীফ খতমের পরে ১ বার সুরায়ে 'ফাতিহা', ৩ বার সূরায়ে 'ইখলাস', ১ বার সূরায়ে 'ফালাক্ব' এবং ১ বার সুরায়ে 'নাস' পাঠ করে সূরায়ে 'বাক্বারার' الٓمٓ হতে وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ পর্যন্ত ১ বার পাঠ করা সুন্নত।

(১৮) কোরআন শরীফ খতমের পরে ঈসালে সওয়াব ও মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

(১৯) সেজদার আয়াত পাঠ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে রুকু ব্যতীত নামাজের সিজদার ন্যায় সেজদা করতে হয় (এক সেজদা) এবং সেজদায় (সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা) তিন বার পড়তে হয়। সেজদা শেষ হলে পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। খাড়া হতে সেজদাতে যাওয়া এবং সেজদা হতে পুনরায় খাড়া হওয়া উভয়ই মুস্তাহাব। সমস্ত কোরআন শরীফের মধ্যে মোট ১৪টি সেজদা আছে।

(২০) কারও বাড়ীতে কোরআন শরীফ পাঠ করে উহার পরিবর্তে কিছু লওয়া দুরস্ত নহে, কারণ এতে কোরআনের বে-ইজ্জতি হয় এবং ইহা বেদায়াত। হজরত রসুল স. বলেছেন, তোমরা কারও বাড়ীতে কোরআন পড়ে তার উসিলায় কিছু চেয়ো না ও নিও না। যারা চেয়ে লইবে, হাশরের দিন তাদের চেহারা মাংসহীন অস্থি-

কঙ্কালবিশিষ্ট হবে। যদি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পড়া হয়, কিছু পাওয়ার কথা মনে না আসে, অথচ না দিলে মন অসন্তুষ্ট না হয়, তবে দেওয়া লওয়ার মধ্যে এরূপ খালেস নিয়ত হলে অবশ্য উভয়ের জন্য দুরস্ত হবে।

(২১) কোরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেতন চেয়ে নেওয়া দুরস্ত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(১) আল-কুরআনুল করীম, (২) নুজহাতুল ক্বারী, (৩) ক্বারীউল-কোরআন, (৪) ছোটদের ব্যবহারকি তাজ্‌ওয়ীদুল কুরআন, (৫) ছোটদের ক্বিরয়াত শিক্ষা, (৬) কুরআন পাঠের সহজ ক্বায়দা, (৭) নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ পড়িবার নিয়মাবলী, (৮) নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা, (৯) পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি।

আমপারা

সূরা নাবা — সূরা নাস

৭৮-সূরা নাবা ঃ আয়াত ৪০ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

عَمَّ يَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ﴿۱﴾ عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِيۡمِ ۙ﴿۲﴾ الَّذِىۡ هُمۡ فِيۡهِ
مُخۡتَلِفُوۡنَ ؕ﴿۳﴾ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۴﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۵﴾ اَلَمۡ
نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ۙ﴿۶﴾ وَّ الۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ۖ﴿۷﴾ وَّ خَلَقۡنٰكُمۡ
اَزۡوَاجًا ۙ﴿۸﴾ وَّ جَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا ۙ﴿۹﴾ وَّ جَعَلۡنَا الَّيۡلَ لِبَاسًا ۙ﴿۱۰﴾
وَّ جَعَلۡنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ﴿۱۱﴾ وَّ بَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا ۙ﴿۱۲﴾ وَّ
جَعَلۡنَا سِرَاجًا وَّ هَّاجًا ۖ﴿۱۳﴾ وَّ اَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً
ثَجَّاجًا ۙ﴿۱۴﴾ لِّنُخۡرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّ نَبَاتًا ۙ﴿۱۵﴾ وَّ جَنّٰتٍ اَلۡفَافًا ؕ﴿۱۶﴾ اِنَّ
يَوۡمَ الۡفَصۡلِ كَانَ مِيۡقَاتًا ۙ﴿۱۷﴾ يَّوۡمَ يُنۡفَخُ فِى الصُّوۡرِ فَتَاۡتُوۡنَ
اَفۡوَاجًا ۙ﴿۱۸﴾ وَّ فُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ اَبۡوَابًا ۙ﴿۱۹﴾ وَّ سُيِّرَتِ
الۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا ؕ﴿۲۰﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادًا ۖ﴿۲۱﴾
لِّلطَّاغِيۡنَ مَاٰبًا ۙ﴿۲۲﴾ لّٰبِثِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَحۡقَابًا ۚ﴿۲۳﴾ لَا يَذُوۡقُوۡنَ فِيۡهَا بَرۡدًا
وَّ لَا شَرَابًا ۙ﴿۲۴﴾ اِلَّا حَمِيۡمًا وَّ غَسَّاقًا ۙ﴿۲۵﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?
(২) সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,
(৩) যেই বিষয়ে উহাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।
(৪) কখনও না, উহাদের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে;
(৫) আবার বলি কখনও না, উহারা অচিরেই জানিবে।

(৬) আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা
(৭) ও পর্বতসমূহকে কীলক?
(৮) আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায় জোড়ায়,
(৯) তোমাদের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম,
(১০) করিয়াছি রাত্রিকে আবরণ,
(১১) এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,
(১২) আর আমি নির্মাণ করিয়াছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ
(১৩) এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ।
(১৪) এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি,
(১৫) যাহাতে তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,
(১৬) ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।
(১৭) নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস;
(১৮) সেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে,
(১৯) আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।
(২০) এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা,
(২১) নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে;
(২২) সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল।
(২৩) সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে,
(২৪) সেথায় উহারা আস্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—
(২৫) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত;

جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَّ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَ كُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوْقُوْا فَلَنْ
نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا
﴿٣٢﴾ وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا
لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ
خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ؕ لَّا
يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ
الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ
عَذَابًا قَرِيْبًا ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَ يَقُوْلُ
الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

(২৬) ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।

(২৭) উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,

(২৮) এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল।

(২৯) সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।

(৩০) অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করিব।

(৩১) মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য,

(৩২) উদ্যান, দ্রাক্ষা,

(৩৩) সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী

(৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র।

(৩৫) সেথায় তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য;

(৩৬) ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের,

(৩৭) যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদের থাকিবে না।

(৩৮) সেই দিন রূহ ও ফিরিশ্‌তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

(৩৯) এই দিবস সুনিশ্চিত; অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

(৪০) আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম; সেই দিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হইতাম'!

৭৯-সূরা নাযিআ'ত ঃ আয়াত ৪৬ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○

وَ النّٰزِعٰتِ غَرۡقًا ۙ﴿۱﴾ وَّ النّٰشِطٰتِ نَشۡطًا ۙ﴿۲﴾ وَّ السّٰبِحٰتِ سَبۡحًا ۙ﴿۳﴾
فَالسّٰبِقٰتِ سَبۡقًا ۙ﴿۴﴾ فَالۡمُدَبِّرٰتِ اَمۡرًا ۘ﴿۵﴾ يَوۡمَ تَرۡجُفُ
الرَّاجِفَةُ ۙ﴿۶﴾ تَتۡبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿۷﴾ قُلُوۡبٌ يَّوۡمَئِذٍ وَّ اجِفَةٌ ۙ﴿۸﴾
اَبۡصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿۹﴾ يَقُوۡلُوۡنَ ءَاِنَّا لَمَرۡدُوۡدُوۡنَ فِى الۡحَافِرَةِ ؕ﴿۱۰﴾
ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ﴿۱۱﴾ قَالُوۡا تِلۡكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ﴿۱۲﴾ فَاِنَّمَا
هِىَ زَجۡرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ﴿۱۳﴾ فَاِذَا هُمۡ بِالسَّاهِرَةِ ؕ﴿۱۴﴾ هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ
مُوۡسٰى ۘ﴿۱۵﴾ اِذۡ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًى ۚ﴿۱۶﴾ اِذۡهَبۡ اِلٰى
فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ﴿۱۷﴾ فَقُلۡ هَلۡ لَّكَ اِلٰٓى اَنۡ تَزَكّٰى ۙ﴿۱۸﴾ وَ اَهۡدِيَكَ
اِلٰى رَبِّكَ فَتَخۡشٰى ۚ﴿۱۹﴾ فَاَرٰىهُ الۡاٰيَةَ الۡكُبۡرٰى ۖ﴿۲۰﴾ فَكَذَّبَ وَ
عَصٰى ۖ﴿۲۱﴾ ثُمَّ اَدۡبَرَ يَسۡعٰى ۖ﴿۲۲﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ﴿۲۳﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ
الۡاَعۡلٰى ۖ﴿۲۴﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الۡاٰخِرَةِ وَ الۡاُوۡلٰى ؕ﴿۲۵﴾ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ
لَعِبۡرَةً لِّمَنۡ يَّخۡشٰى ؕ﴿۲۶﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ তাহাদের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
(২) এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেয়
(৩) এবং যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
(৪) আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
(৫) অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।
(৬) সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করিবে,
(৭) উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি,
(৮) কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হইবে,
(৯) উহাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্‌বলতায় নত হইবে।
(১০) তাহারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই—
(১১) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'
(১২) তাহারা বলে, 'তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।'
(১৩) ইহা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ,
(১৪) তখনই ময়দানে উহাদের আবির্ভাব হইবে।
(১৫) তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি?
(১৬) যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়া-য় তাহাকে আহ্‌বান করিয়া বলিয়াছিলেন,
(১৭) 'ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে,'
(১৮) এবং বল,'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—
(১৯) 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর'?
(২০) অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল।
(২১) কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল।
(২২) অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল।
(২৩) সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,
(২৪) আর বলিল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'
(২৫) অতঃপর আল্লাহ্‌ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন।
(২৬) যে ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে।

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ﴿۲۷﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿۲۸﴾
وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰهَا ﴿۲۹﴾ وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ﴿۳۰﴾
اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰهَا ﴿۳۱﴾ وَ الْجِبَالَ اَرْسٰهَا ﴿۳۲﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۳﴾ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿۳۴﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿۳۵﴾ وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿۳۶﴾ فَاَمَّا مَنْ
طَغٰى ﴿۳۷﴾ وَ اٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۳۸﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۳۹﴾ وَ
اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۴۱﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿۴۲﴾
فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿۴۳﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿۴۴﴾ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ
مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿۴۵﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ
ضُحٰهَا ﴿۴۶﴾

(২৭) তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন;
(২৮) তিনি ইহার ছাদকে সুউচ্চ করিয়াছেন ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।
(২৯) আর তিনি ইহার রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন ইহার সূর্যালোক;
(৩০) এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।
(৩১) তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,
(৩২) এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন;
(৩৩) এই সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।
(৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে
(৩৫) মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা সে সেই দিন স্মরণ করিবে,
(৩৬) এবং প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য
(৩৭) অনন্তর যে সীমালংঘন করে
(৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।
(৩৯) জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।
(৪০) পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে
(৪১) জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।
(৪২) উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামত সম্পর্কে, 'উহা কখন ঘটিবে?'
(৪৩) ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!
(৪৪) ইহার পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট;
(৪৫) যে উহার ভয় রাখে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।
(৪৬) যেই দিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন উহাদের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!

৮০-সূরা আ'বাসা ঃ আয়াত ৪২ (মক্কী)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝٣ اَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَمَا
عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَاَنْتَ
عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢ فِيْ صُحُفٍ
مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦ قُتِلَ
الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝١٧ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝١٨ مِنْ نُّطْفَةٍ
خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝١٩ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝٢٠ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ اِذَا
شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝٢٣ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى
طَعَامِهٖٓ ۝٢٤ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝٢٦
فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝٢٧ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝٢٨ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝٢٩ وَّ
حَدَآئِقَ غُلْبًا ۝٣٠ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝٣١ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٢

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,
(২) কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।
(৩) তুমি কেমন করিয়া জানিবে— সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত,
(৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
(৫) পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না,
(৬) তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ।
(৭) অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই,
(৮) অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল,
(৯) আর সে সশংকচিত্ত,
(১০) তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিলে;
(১১) না, ইহা ঠিক নহে, ইহা তো উপদেশবাণী,
(১২) যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে,
(১৩) উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে
(১৪) যাহা উন্নত, পবিত্র,
(১৫,১৬)মহান, পূত-চরিত্র লিপিকারের হস্তে লিপিবদ্ধ।
(১৭) মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!
(১৮) তিনি উহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?
(১৯) শুক্রবিন্দু হইতে, তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,
(২০) অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন;
(২১) অতঃপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।
(২২) ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।
(২৩) না, কখনও না, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।
(২৪) মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক!
(২৫) আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,
(২৬) অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;
(২৭) এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;
(২৮) দ্রাক্ষা, শাক-সব্‌জি,
(২৯) যায়তূন, খর্জুর,
(৩০) বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,
(৩১) ফল এবং গবাদি খাদ্য,
(৩২) ইহা তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿۳۳﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ
اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿۳۵﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ
﴿۳۶﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾
وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿۳۸﴾ ضَاحِكَةٌ
مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿۳۹﴾ وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
﴿۴۰﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿۴۱﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ
الْفَجَرَةُ ﴿۴۲﴾

(৩৩) যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে,
(৩৪) সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে,
(৩৫) এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,
(৩৬) তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে,
(৩৭) সেই দিন উহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।
(৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে উজ্জ্বল,
(৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল,
(৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে ধুলিধূসর
(৪১) সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।
(৪২) ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ○
اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ۙ﴿۱﴾ وَ اِذَا النُّجُوۡمُ انۡكَدَرَتۡ ۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الۡجِبَالُ
سُيِّرَتۡ ۙ﴿۳﴾ وَ اِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ۙ﴿۴﴾ وَ اِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ ۙ﴿۵﴾
وَ اِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ۙ﴿۶﴾ وَ اِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ ۙ﴿۷﴾ وَ اِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ
سُئِلَتۡ ۙ﴿۸﴾ بِاَىِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۚ﴿۹﴾ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ۙ﴿۱۰﴾ وَ اِذَا
السَّمَآءُ كُشِطَتۡ ۙ﴿۱۱﴾ وَ اِذَا الۡجَحِيۡمُ سُعِّرَتۡ ۙ﴿۱۲﴾ وَ اِذَا الۡجَنَّةُ
اُزۡلِفَتۡ ۙ﴿۱۳﴾ عَلِمَتۡ نَفۡسٌ مَّاۤ اَحۡضَرَتۡ ؕ﴿۱۴﴾ فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ۙ﴿۱۵﴾
الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ۙ﴿۱۶﴾ وَ الَّيۡلِ اِذَا عَسۡعَسَ ۙ﴿۱۷﴾ وَ الصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ
﴿۱۸﴾ اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ ۙ﴿۱۹﴾ ذِىۡ قُوَّةٍ عِنۡدَ ذِى الۡعَرۡشِ مَكِيۡنٍ
﴿۲۰﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيۡنٍ ؕ﴿۲۱﴾ وَ مَا صَاحِبُكُمۡ بِمَجۡنُوۡنٍ ۚ﴿۲۲﴾ وَ لَقَدۡ رَاٰهُ
بِالۡاُفُقِ الۡمُبِيۡنِ ۚ﴿۲۳﴾ وَ مَا هُوَ عَلَى الۡغَيۡبِ بِضَنِيۡنٍ ۚ﴿۲۴﴾ وَ مَا هُوَ
بِقَوۡلِ شَيۡطٰنٍ رَّجِيۡمٍ ۙ﴿۲۵﴾ فَاَيۡنَ تَذۡهَبُوۡنَ ؕ﴿۲۶﴾ اِنۡ هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ
لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۙ﴿۲۷﴾ لِمَنۡ شَآءَ مِنۡكُمۡ اَنۡ يَّسۡتَقِيۡمَ ؕ﴿۲۸﴾ وَ مَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ
اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۚ﴿۲۹﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হইবে,
(২) যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে,
(৩) পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে,
(৪) যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে,
(৫) যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে,
(৬) সমুদ্র যখন স্ফীত করা হইবে,
(৭) দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে,
(৮) যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
(৯) কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?
(১০) যখন 'আমলনামা উন্মোচিত হইবে,
(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,
(১২) জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে,
(১৩) এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,
(১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।
(১৫) আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,
(১৬) যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
(১৭) শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়
(১৮) আর উষায় যখন উহার আবির্ভাব হয়,
(১৯) নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী
(২০) যে সামর্থ্যশালী, 'আর্‌শের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,
(২১) যাহাকে সেথায় মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন।
(২২) আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নহে,
(২৩) সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,
(২৪) সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।
(২৫) এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।
(২৬) সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?
(২৭) ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ,
(২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য।
(২৯) তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ ইচ্ছা না করেন।

৮২-সূরা ইনফিত্বর ঃ আয়াত ১৯ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

اِذَا السَّمَآءُ انۡفَطَرَتۡ ۙ﴿۱﴾ وَ اِذَا الۡكَوَاكِبُ انۡتَثَرَتۡ ۙ﴿۲﴾
وَ اِذَا الۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ ۙ﴿۳﴾ وَ اِذَا الۡقُبُوۡرُ بُعۡثِرَتۡ ۙ﴿۴﴾ عَلِمَتۡ
نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ وَ اَخَّرَتۡ ؕ﴿۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ مَا غَرَّكَ
بِرَبِّكَ الۡكَرِيۡمِ ۙ﴿۶﴾ الَّذِىۡ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ﴿۷﴾ فِىۡۤ
اَىِّ صُوۡرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ؕ﴿۸﴾ كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُوۡنَ بِالدِّيۡنِ
﴿۹﴾ وَ اِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحٰفِظِيۡنَ ۙ﴿۱۰﴾ كِرَامًا كَاتِبِيۡنَ ۙ﴿۱۱﴾
يَعۡلَمُوۡنَ مَا تَفۡعَلُوۡنَ ﴿۱۲﴾ اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِىۡ نَعِيۡمٍ ۚ﴿۱۳﴾ وَ اِنَّ
الۡفُجَّارَ لَفِىۡ جَحِيۡمٍ ۖ﴿۱۴﴾ يَّصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ الدِّيۡنِ ﴿۱۵﴾ وَ مَا
هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِيۡنَ ؕ﴿۱۶﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ ۙ﴿۱۷﴾
ثُمَّ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا يَوۡمُ الدِّيۡنِ ؕ﴿۱۸﴾ يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٌ
لِّنَفۡسٍ شَيۡـًٔا ؕ وَ الۡاَمۡرُ يَوۡمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿۱۹﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,
(২) যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে,
(৩) সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে,
(৪) এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে,
(৫) তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
(৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?
(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন,
(৮) যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।
(৯) না, কখনও না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;
(১০) অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ;
(১১) সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ;
(১২) তাহারা জানে তোমরা যাহা কর।
(১৩) পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;
(১৪) এবং পাপাচারীরা তো থাকিবে জাহান্নামে;
(১৫) উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;
(১৬) এবং উহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।
(১৭) কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
(১৮) আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
(১৯) সেই দিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্‌র।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ
يَسۡتَوۡفُوۡنَ ۖ﴿۲﴾ وَ اِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ
يُخۡسِرُوۡنَ ؕ﴿۳﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمۡ مَّبۡعُوۡثُوۡنَ ۙ﴿۴﴾
لِيَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ۙ﴿۵﴾ يَّوۡمَ يَقُوۡمُ النَّاسُ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
ؕ﴿۶﴾ كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡفُجَّارِ لَفِىۡ سِجِّيۡنٍ ؕ﴿۷﴾ وَمَاۤ
اَدۡرٰىكَ مَا سِجِّيۡنٌ ؕ﴿۸﴾ كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ ؕ﴿۹﴾ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ
لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۙ﴿۱۰﴾ الَّذِيۡنَ يُكَذِّبُوۡنَ بِيَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ﴿۱۱﴾
وَ مَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ ۙ﴿۱۲﴾ اِذَا تُتۡلٰى
عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ ؕ﴿۱۳﴾ كَلَّا بَلۡ ۜ
رَانَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿۱۴﴾ كَلَّاۤ
اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَ ؕ﴿۱۵﴾ ثُمَّ اِنَّهُمۡ
لَصَالُوا الۡجَحِيۡمِ ؕ﴿۱۶﴾ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ
تُكَذِّبُوۡنَ ؕ﴿۱۷﴾ كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِىۡ عِلِّيِّيۡنَ

۱۸ ط وَ مَآ اَدۡرٰىكَ مَا عِلِّيُّوۡنَ ۱۹ ط كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ ۲۰ لا
يَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ۲۱ ط اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِيۡ نَعِيۡمٍ ۲۲ لا
عَلَى الۡاَرَآئِكِ يَنۡظُرُوۡنَ ۲۳ لا تَعۡرِفُ فِيۡ وُجُوۡهِهِمۡ
نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِ ۲۴ ج يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ ۲۵ لا
خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ط وَ فِيۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ
۲۶ ط وَ مِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ ۲۷ لا عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا
الۡمُقَرَّبُوۡنَ ۲۸ ط اِنَّ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا كَانُوۡا مِنَ الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا يَضۡحَكُوۡنَ ۲۹ صلے وَ اِذَا مَرُّوۡا بِهِمۡ يَتَغَامَزُوۡنَ
۳۰ صلے وَ اِذَا انۡقَلَبُوۡا اِلٰۤى اَهۡلِهِمُ انۡقَلَبُوۡا فَكِهِيۡنَ ۳۱ صلے
وَ اِذَا رَاَوۡهُمۡ قَالُوۡا اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَضَآلُّوۡنَ ۳۲ لا وَ مَآ
اُرۡسِلُوۡا عَلَيۡهِمۡ حٰفِظِيۡنَ ۳۳ ط فَالۡيَوۡمَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
مِنَ الۡكُفَّارِ يَضۡحَكُوۡنَ ۳۴ لا عَلَى الۡاَرَآئِكِ لا
يَنۡظُرُوۡنَ ۳۵ ط هَلۡ ثُوِّبَ الۡكُفَّارُ مَا كَانُوۡا
يَفۡعَلُوۡنَ ۳۶ ع

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,
(২) যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,
(৩) এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।
(৪) উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে
(৫) মহাদিবসে?
(৬) যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে!
(৭) কখনও না, পাপাচারীদের 'আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।
(৮) সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
(৯) উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।
(১০) সেই দিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের ,
(১১) যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,
(১২) কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;
(১৩) উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা।'
(১৪) কখনও নয়; বরং উহাদের কৃতকর্মই উহাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরাইয়াছে।
(১৫) না, অবশ্যই সেই দিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;
(১৬) অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে;
(১৭) তৎপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'
(১৮) অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যীনে,
(১৯) ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
(২০) উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।
(২১) যাহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে।

(২২) পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,
(২৩) তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।
(২৪) তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,
(২৫) তাহাদিগকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে;
(২৬) উহার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।
(২৭) উহার মিশ্রণ হইবে তাস্‌নীমের,
(২৮) ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।
(২৯) যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদিগকে উপহাস করিত
(৩০) এবং উহারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।
(৩১) এবং যখন উহাদের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া,
(৩২) এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।'
(৩৩) উহাদিগকে তো তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।
(৩৪) আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,
(৩৫) সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে অবলোকন করিয়া।
(৩৬) কাফিররা উহাদের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ0

اِذَا السَّمَآءُ انۡشَقَّتۡ ۙ﴿۱﴾ وَ اَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَ
حُقَّتۡ ۙ﴿۲﴾ وَ اِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡ ۙ﴿۳﴾ وَ اَلۡقَتۡ مَا
فِیۡهَا وَ تَخَلَّتۡ ۙ﴿۴﴾ وَ اَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتۡ ۙ﴿۵﴾
یٰۤاَیُّهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ كَدۡحًا
فَمُلٰقِیۡهِ ۚ﴿۶﴾ فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیۡنِهٖ ۙ﴿۷﴾
فَسَوۡفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیۡرًا ۙ﴿۸﴾ وَّ یَنۡقَلِبُ
اِلٰۤی اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا ؕ﴿۹﴾ وَ اَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ كِتٰبَهٗ
وَرَآءَ ظَهۡرِهٖ ۙ﴿۱۰﴾ فَسَوۡفَ یَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّ
یَصۡلٰی سَعِیۡرًا ؕ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِیۡۤ اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا
ؕ﴿۱۳﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنۡ لَّنۡ یَّحُوۡرَ ۚ﴿۱۴﴾ بَلٰۤی ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ
بِهٖ بَصِیۡرًا ؕ﴿۱۵﴾ فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ﴿۱۶﴾ وَ الَّیۡلِ وَ

مَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ
طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ
اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ السجدة بَلِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
(২) ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।
(৩) এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে।
(৪) ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে।
(৫) এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে ইহাই তাহার করণীয়; তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই।
(৬) হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিবে।
(৭) যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে
(৮) তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে
(৯) এবং সে তাহার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে;
(১০) এবং যাহাকে তাহার 'আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হইতে দেওয়া হইবে
(১১) সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্‌বান করিবে;
(১২) এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে;
(১৩) সে তো তাহার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল,
(১৪) সে তো ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;
(১৫) নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে; তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।
(১৬) আমি শপথ করি অস্তরাগের,
(১৭) এবং রাত্রির আর উহা যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার,
(১৮) এবং শপথ চন্দ্রের, যখন ইহা পূর্ণ হয়;
(১৯) নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।
(২০) সুতরাং উহাদের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না
(২১) এবং উহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজ্‌দা করে না?
(২২) পরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।
(২৩) এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহ্‌ তাহা সবিশেষ অবগত।
(২৪) সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও;
(২৫) কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৮৫-সূরা বুরূজ ঃ আয়াত ২২ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الۡبُرُوۡجِ ۙ﴿۱﴾ وَ الۡيَوۡمِ الۡمَوۡعُوۡدِ ۙ﴿۲﴾ وَ شَاهِدٍ وَّ
مَشۡهُوۡدٍ ؕ﴿۳﴾ قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ﴿۴﴾ النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ﴿۵﴾ اِذۡ
هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُوۡدٌ ۙ﴿۶﴾ وَّ هُمۡ عَلٰى مَا يَفۡعَلُوۡنَ بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ شُهُوۡدٌ ؕ﴿۷﴾
وَ مَا نَقَمُوۡا مِنۡهُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَمِيۡدِ ۙ﴿۸﴾ الَّذِىۡ
لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ ؕ﴿۹﴾ اِنَّ
الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ ؕ﴿۱۰﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ
الۡكَبِيۡرُ ؕ﴿۱۱﴾ اِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيۡدٌ ؕ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ هُوَ يُبۡدِئُ وَ يُعِيۡدُ
ۚ﴿۱۳﴾ وَ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الۡوَدُوۡدُ ۙ﴿۱۴﴾ ذُو الۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدُ ۙ﴿۱۵﴾ فَعَّالٌ لِّمَا
يُرِيۡدُ ؕ﴿۱۶﴾ هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ الۡجُنُوۡدِ ۙ﴿۱۷﴾ فِرۡعَوۡنَ وَ ثَمُوۡدَ ؕ﴿۱۸﴾ بَلِ
الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فِىۡ تَكۡذِيۡبٍ ۙ﴿۱۹﴾ وَّ اللّٰهُ مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ مُّحِيۡطٌ ۚ﴿۲۰﴾ بَلۡ هُوَ
قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ ۙ﴿۲۱﴾ فِىۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ ﴿۲۲﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের,
(২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,
(৩) শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—
(৪) ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—
(৫) ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি,
(৬) যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল;
(৭) এবং উহারা মু'মিনদের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।
(৮) উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহে—
(৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার; আর আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।
(১০) যাহারা বিশ্বাসী নরনারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।
(১১) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।
(১২) তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।
(১৩) তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,
(১৪) এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়,
(১৫) 'আর্‌শের অধিকারী ও সম্মানিত।
(১৬) তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।
(১৭) তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত—
(১৮) ফির'আওন ও ছামূদের?
(১৯) তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;
(২০) এবং আল্লাহ্‌ উহাদের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।
(২১) বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,
(২২) সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

৮৬-সূরা ত্বরিক্ব ঃ আয়াত ১৭ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَ السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ ۙ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ﴿۲﴾ النَّجۡمُ
الثَّاقِبُ ۙ﴿۳﴾ اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ ؕ﴿۴﴾ فَلۡيَنۡظُرِ الۡاِنۡسَانُ
مِمَّ خُلِقَ ؕ﴿۵﴾ خُلِقَ مِنۡ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ﴿۶﴾ يَّخۡرُجُ مِنۡۢ بَيۡنِ الصُّلۡبِ وَ
التَّرَآئِبِ ؕ﴿۷﴾ اِنَّهٗ عَلٰى رَجۡعِهٖ لَقَادِرٌ ؕ﴿۸﴾ يَوۡمَ تُبۡلَى السَّرَآئِرُ ۙ﴿۹﴾ فَمَا لَهٗ
مِنۡ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ ؕ﴿۱۰﴾ وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِ ۙ﴿۱۱﴾ وَ الۡاَرۡضِ ذَاتِ
الصَّدۡعِ ۙ﴿۱۲﴾ اِنَّهٗ لَقَوۡلٌ فَصۡلٌ ۙ﴿۱۳﴾ وَّ مَا هُوَ بِالۡهَزۡلِ ؕ﴿۱۴﴾ اِنَّهُمۡ
يَكِيۡدُوۡنَ كَيۡدًا ۙ﴿۱۵﴾ وَّ اَكِيۡدُ كَيۡدًا ۚ﴿۱۶﴾ فَمَهِّلِ الۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡهِلۡهُمۡ
رُوَيۡدًا ۧ﴿۱۷﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার;
(২) তুমি কি জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কী?
(৩) উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!
(৪) প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।
(৫) সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে!
(৬) তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে,
(৭) ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।
(৮) নিশ্চয় তিনি তাহার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।
(৯) যেই দিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে
(১০) সেই দিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।
(১১) শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,
(১২) এবং শপথ যমীনের, যাহা বিদীর্ণ হয়,
(১৩) নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।
(১৪) এবং ইহা নিরর্থক নহে।
(১৫) উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,
(১৬) এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।
(১৭) অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য।

৮৭-সূরা আ'লা ঃ আয়াত ১৯ (মক্কী)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ﴿١﴾ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۖ﴿٢﴾ وَ الَّذِىْ قَدَّرَ
فَهَدٰى ۖ﴿٣﴾ وَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۖ﴿٤﴾ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ؕ﴿٥﴾
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۙ﴿٦﴾ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفٰى
ؕ﴿٧﴾ وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۚ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ؕ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ
يَّخْشٰى ۙ﴿١٠﴾ وَ يَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۙ﴿١١﴾ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۚ﴿١٢﴾
ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ؕ﴿١٣﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ﴿١٤﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهٖ فَصَلّٰى ؕ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ﴿١٦﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى
ؕ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى ۚ﴿١٩﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

(২) যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।

(৩) এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন,

(৪) এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,

(৫) পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

(৬) নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,

(৭) আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।

(৮) আমি তোমার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।

(৯) উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;

(১০) যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।

(১১) আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

(১২) যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে,

(১৩) অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

(১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।

(১৫) এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।

(১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,

(১৭) অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।

(১৮) ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—

(১৯) ইব্‌রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

৮৮-সূরা গাশিয়াহ্ ঃ আয়াত ২৬ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

هَلۡ اَتٰىكَ حَدِيۡثُ الۡغَاشِيَةِ ۘ﴿۱﴾ وُجُوۡهٌ يَّوۡمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۙ﴿۲﴾ عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ ۙ﴿۳﴾ تَصۡلٰى نَارًا حَامِيَةً ۙ﴿۴﴾ تُسۡقٰى مِنۡ عَيۡنٍ اٰنِيَةٍ ؕ﴿۵﴾ لَيۡسَ
لَهُمۡ طَعَامٌ اِلَّا مِنۡ ضَرِيۡعٍ ۙ﴿۶﴾ لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِىۡ مِنۡ جُوۡعٍ ؕ﴿۷﴾ وُجُوۡهٌ
يَّوۡمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ﴿۸﴾ لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ﴿۹﴾ فِىۡ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ﴿۱۰﴾ لَّا
تَسۡمَعُ فِيۡهَا لَاغِيَةً ؕ﴿۱۱﴾ فِيۡهَا عَيۡنٌ جَارِيَةٌ ۘ﴿۱۲﴾ فِيۡهَا سُرُرٌ
مَّرۡفُوۡعَةٌ ۙ﴿۱۳﴾ وَّاَكۡوَابٌ مَّوۡضُوۡعَةٌ ۙ﴿۱۴﴾ وَّنَمَارِقُ مَصۡفُوۡفَةٌ ۙ﴿۱۵﴾ وَّ
زَرَابِىُّ مَبۡثُوۡثَةٌ ؕ﴿۱۶﴾ اَفَلَا يَنۡظُرُوۡنَ اِلَى الۡاِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ۗ﴿۱۷﴾ وَاِلَى
السَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ۗ﴿۱۸﴾ وَاِلَى الۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ۗ﴿۱۹﴾ وَاِلَى
الۡاَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ۗ﴿۲۰﴾ فَذَكِّرۡ ؕ اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُذَكِّرٌ ؕ﴿۲۱﴾ لَسۡتَ
عَلَيۡهِمۡ بِمُصَيۡطِرٍ ۙ﴿۲۲﴾ اِلَّا مَنۡ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۙ﴿۲۳﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الۡعَذَابَ
الۡاَكۡبَرَ ؕ﴿۲۴﴾ اِنَّ اِلَيۡنَاۤ اِيَابَهُمۡ ۙ﴿۲۵﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا حِسَابَهُمۡ ۚ﴿۲۶﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ আসিয়াছে?
(২) সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,
(৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে,
(৪) উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;
(৫) উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;
(৬) উহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত,
(৭) যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।
(৮) অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,
(৯) নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত,
(১০) সুমহান জান্নাতে—
(১১) সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না,
(১২) সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,
(১৩) উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা,
(১৪) প্রস্তুত থাকিবে পানপাত্র,
(১৫) সারি সারি উপাধান,
(১৬) এবং বিছান গালিচা;
(১৭) তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?
(১৮) এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে?
(১৯) এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?
(২০) এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে?
(২১) অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা,
(২২) তুমি উহাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নহ।
(২৩) তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে
(২৪) আল্লাহ্‌ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।
(২৫) উহাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;
(২৬) অতঃপর উহাদের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

৮৯-সূরা ফাজ্‌র ঃ আয়াত ৩০ (মক্কী)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

وَ الْفَجْرِ ۙ﴿١﴾ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ ۙ﴿٢﴾ وَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ ۙ﴿٣﴾ وَ الَّيْلِ اِذَا
يَسْرِ ۚ﴿٤﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ؕ﴿٥﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بِعَادٍ ۪ۙ﴿٦﴾ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۪ۙ﴿٧﴾ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۪ۙ﴿٨﴾ وَ
ثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۪ۙ﴿٩﴾ وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۪ۙ﴿١٠﴾
الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۪ۙ﴿١١﴾ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۪ۙ﴿١٢﴾ فَصَبَّ
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚۙ﴿١٣﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ؕ﴿١٤﴾ فَاَمَّا
الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ۙ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ
اَكْرَمَنِ ؕ﴿١٥﴾ وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ۬ فَيَقُوْلُ
رَبِّيْۤ اَهَانَنِ ۚ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ﴿١٧﴾ وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ﴿١٨﴾ وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ﴿١٩﴾ وَّ تُحِبُّوْنَ
الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ﴿٢٠﴾ كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ﴿٢١﴾ وَّ جَآءَ رَبُّكَ وَ
الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ﴿٢٢﴾ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ۬ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ؕ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۚ﴿٢٤﴾
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ۙ﴿٢٥﴾ وَّ لَا يُوْثِقُ وَ ثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ؕ﴿٢٦﴾
يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖۗ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
ۚ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۙ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ع﴿٣٠﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ ঊষার,
(২) শপথ দশ রজনীর,
(৩) শপথ জোড় ও বেজোড়ের
(৪) এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে—
(৫) নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে শপথ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।
(৬) তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের—
(৭) ইরাম গোত্রের প্রতি— যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?—
(৮) যাহার সমতুল্য কোন দেশ নির্মিত হয় নাই;
(৯) এবং ছামূদের প্রতি?- যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;
(১০) এবং বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি ফির'আওনের প্রতি?
(১১) যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল,
(১২) এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।
(১৩) অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।
(১৪) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।
(১৫) মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'
(১৬) এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয্‌ক সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে,'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন।'
(১৭) না, কখনও নহে। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,
(১৮) এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,
(১৯) এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল,
(২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস;
(২১) ইহা সংগত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে,
(২২) এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্‌তাগণও,
(২৩) সেই দিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, তখন এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?
(২৪) সে বলিবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম?'
(২৫) সেই দিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না,
(২৬) এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।
(২৭) হে প্রশান্ত চিত্ত!
(২৮) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,
(২৯) আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,
(৩০) আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

৯০-সূরা বালাদ ঃ আয়াত ২০ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۙ﴿۱﴾ وَ اَنۡتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۙ﴿۲﴾ وَ
وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ ۙ﴿۳﴾ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡ كَبَدٍ ؕ﴿۴﴾ اَيَحۡسَبُ
اَنۡ لَّنۡ يَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ اَحَدٌ ۘ﴿۵﴾ يَقُوۡلُ اَهۡلَكۡتُ مَالًا لُّبَدًا
ؕ﴿۶﴾ اَيَحۡسَبُ اَنۡ لَّمۡ يَرَهٗۤ اَحَدٌ ؕ﴿۷﴾ اَلَمۡ نَجۡعَلۡ لَّهٗ عَيۡنَيۡنِ ۙ﴿۸﴾
وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيۡنِ ۙ﴿۹﴾ وَ هَدَيۡنٰهُ النَّجۡدَيۡنِ ۚ﴿۱۰﴾ فَلَا اقۡتَحَمَ
الۡعَقَبَةَ ۖ﴿۱۱﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡعَقَبَةُ ؕ﴿۱۲﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ﴿۱۳﴾
اَوۡ اِطۡعٰمٌ فِىۡ يَوۡمٍ ذِىۡ مَسۡغَبَةٍ ۙ﴿۱۴﴾ يَّتِيۡمًا ذَا مَقۡرَبَةٍ ۙ﴿۱۵﴾ اَوۡ
مِسۡكِيۡنًا ذَا مَتۡرَبَةٍ ؕ﴿۱۶﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡمَرۡحَمَةِ ؕ﴿۱۷﴾ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ
الۡمَيۡمَنَةِ ؕ﴿۱۸﴾ وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡئَمَةِ
ؕ﴿۱۹﴾ عَلَيۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ ۧ﴿۲۰﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) আমি শপথ করিতেছি এই নগরের
(২) আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,
(৩) শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।
(৪) আমিতো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে
(৫) সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না?
(৬) সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।'
(৭) সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই?
(৮) আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু?
(৯) আর জিহ্‌বা ও দুই ওষ্ঠ?
(১০) আর আমি তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি।
(১১) সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে নাই।
(১২) তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী?
(১৩) ইহা হইতেছে ঃ দাসমুক্তি
(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান
(১৫) ইয়াতীম আত্মীয়কে,
(১৬) অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,
(১৭) তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হয় মু'মিনদের এবং তাহাদের, যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া-দাক্ষিণ্যের;
(১৮) ইহারাই সৌভাগ্যশালী।
(১৯) আর যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হতভাগ্য।
(২০) উহারা পরিবেষ্টিত হইবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে।

৯১- সূরা শাম্‌স ঃ আয়াত ১৫ (মক্কী)।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَالشَّمۡسِ وَضُحٰهَا ۙ﴿۱﴾ وَالۡقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۙ﴿۲﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا
جَلّٰهَا ۙ﴿۳﴾ وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰهَا ۙ﴿۴﴾ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۙ﴿۵﴾
وَالۡاَرۡضِ وَمَا طَحٰهَا ۙ﴿۶﴾ وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ﴿۷﴾ فَاَلۡهَمَهَا
فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۙ﴿۸﴾ قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۙ﴿۹﴾ وَقَدۡ خَابَ
مَنۡ دَسّٰىهَا ؕ﴿۱۰﴾ كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰىهَاۤ ۙ﴿۱۱﴾ اِذِ انۡۢبَعَثَ
اَشۡقٰىهَا ۙ﴿۱۲﴾ فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡيٰهَا ؕ﴿۱۳﴾
فَكَذَّبُوۡهُ فَعَقَرُوۡهَا ۫ فَدَمۡدَمَ عَلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ بِذَنۡۢبِهِمۡ
فَسَوّٰىهَا ۙ﴿۱۴﴾ وَلَا يَخَافُ عُقۡبٰهَا ۚ﴿۱۵﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের,

(২) শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,

(৩) শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে,

(৪) শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,

(৫) শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,

(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,

(৭) শপথ মানুষের এবং তাঁহার, যিনি উহাকে সুঠাম করিয়াছেন,

(৮) অতঃপর উহাকে উহার অসৎকর্ম ও উহার সৎকর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন।

(৯) সে-ই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।

(১০) এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

(১১) ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল।

(১২) উহাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল,

(১৩) তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উহাদিগকে বলিল, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও।

(১৪) কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দিলেন।

(১৫) এবং ইহার পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى ۙ﴿۱﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿۲﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالۡاُنۡثٰٓى ۙ﴿۳﴾ اِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتّٰى ؕ﴿۴﴾ فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰى وَاتَّقٰى ۙ﴿۵﴾
وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰى ۙ﴿۶﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡيُسۡرٰى ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنۡۢ بَخِلَ
وَاسۡتَغۡنٰى ۙ﴿۸﴾ وَكَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰى ۙ﴿۹﴾ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰى ؕ﴿۱۰﴾
وَمَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ؕ﴿۱۱﴾ اِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدٰى ۖ﴿۱۲﴾ وَ
اِنَّ لَنَا لَلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى ۖ﴿۱۳﴾ فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰى ۚ﴿۱۴﴾ لَا
يَصۡلٰٮهَاۤ اِلَّا الۡاَشۡقَى ۙ﴿۱۵﴾ الَّذِىۡ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ﴿۱۶﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا
الۡاَتۡقَى ۙ﴿۱۷﴾ الَّذِىۡ يُؤۡتِىۡ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ﴿۱۸﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنۡدَهٗ مِنۡ
نِّعۡمَةٍ تُجۡزٰٓى ۙ﴿۱۹﴾ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ الۡاَعۡلٰى ۚ﴿۲۰﴾ وَلَسَوۡفَ
يَرۡضٰى ۚ﴿۲۱﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
(২) শপথ দিবসের, যখন উহা উদ্ভাসিত হয়
(৩) এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন—
(৪) অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।
(৫) সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে
(৬) এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে,
(৭) আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।
(৮) এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,
(৯) আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে,
(১০) তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পথ।
(১১) এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে।
(১২) আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা,
(১৩) আমিতো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।
(১৪) আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।
(১৫) উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,
(১৬) যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।
(১৭) আর উহা হইতে দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে,
(১৮) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য,
(১৯) এবং তাহার প্রতি কাহারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,
(২০) কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়;
(২১) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে।

৯৩-সূরা দুহা ঃ আয়াত ১১ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَ الضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَ الَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلٰى ؕ﴿۳﴾ وَ
لَلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰى ؕ﴿۴﴾ وَ لَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰى ؕ﴿۵﴾
اَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى ۪﴿۶﴾ وَ وَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪﴿۷﴾ وَ وَجَدَكَ
عَآئِلًا فَاَغۡنٰى ؕ﴿۸﴾ فَاَمَّا الۡيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ؕ﴿۹﴾ وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ
ؕ﴿۱۰﴾ وَ اَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ﴿۱۱﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ পূর্বাহ্নের,
(২) শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,
(৩) তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।
(৪) তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।
(৫) অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।
(৬) তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?
(৭) তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।
(৮) তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন,
(৯) সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না;
(১০) এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।
(১১) তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

৯৪-সূরা ইনশিরাহ্ ঃ আয়াত ৮ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ﴿۱﴾ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِىْٓ
اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ﴿۳﴾ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ﴿۴﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ﴿۶﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ﴿۷﴾ وَ
اِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ﴿۸﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?
(২) আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার,
(৩) যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক
(৪) এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।
(৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,
(৬) অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।
(৭) অতএব তুমি যখনই অবসর পাও একান্তে ইবাদত করিও
(৮) এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।

৯৫-সূরা তীন ঃ আয়াত ৮ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِ ۙ﴿۱﴾ وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَ ۙ﴿۲﴾ وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِ ۙ﴿۳﴾
لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِيۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ ۖ﴿۴﴾ ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ
سٰفِلِيۡنَ ۙ﴿۵﴾ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ
مَمۡنُوۡنٍ ؕ﴿۶﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِالدِّيۡنِ ؕ﴿۷﴾ اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ
الۡحٰكِمِيۡنَ ۧ﴿۸﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ 'তীন' ও 'যায়তুন' এর,
(২) শপথ 'সিনাই' পর্বতের
(৩) এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর,
(৪) আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,
(৫) অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি—
(৬) কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; ইহাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।
(৭) সুতরাং ইহার পর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?
(৮) আল্লাহ্‌ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِىۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ
عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقۡرَاۡ وَ رَبُّكَ الۡاَكۡرَمُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِىۡ عَلَّمَ
بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾ كَلَّاۤ اِنَّ
الۡاِنۡسَانَ لَيَطۡغٰۤى ۙ﴿۶﴾ اَنۡ رَّاٰهُ اسۡتَغۡنٰى ؕ﴿۷﴾ اِنَّ اِلٰى
رَبِّكَ الرُّجۡعٰى ؕ﴿۸﴾ اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يَنۡهٰى ۙ﴿۹﴾ عَبۡدًا اِذَا
صَلّٰى ؕ﴿۱۰﴾ اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَانَ عَلَى الۡهُدٰۤى ۙ﴿۱۱﴾ اَوۡ اَمَرَ
بِالتَّقۡوٰى ؕ﴿۱۲﴾ اَرَءَيۡتَ اِنۡ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ؕ﴿۱۳﴾ اَلَمۡ يَعۡلَمۡ
بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ﴿۱۴﴾ كَلَّا لَئِنۡ لَّمۡ يَنۡتَهِ ۙ لَنَسۡفَعًۢا
بِالنَّاصِيَةِ ۙ﴿۱۵﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ﴿۱۶﴾ فَلۡيَدۡعُ
نَادِيَهٗ ۙ﴿۱۷﴾ سَنَدۡعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ﴿۱۸﴾ كَلَّا ؕ لَا تُطِعۡهُ وَ
اسۡجُدۡ وَ اقۡتَرِبۡ ۩﴿۱۹﴾ السجدة

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—
(২) সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে।
(৩) পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত,
(৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—
(৫) শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।
(৬) বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে,
(৭) কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।
(৮) তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।
(৯) তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়
(১০) এক বান্দাকে— যখন সে সালাত আদায় করে?
(১১) তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি, যদি সে সৎপথে থাকে
(১২) অথবা তাক্‌ওয়ার নির্দেশ দেয়,
(১৩) তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়,
(১৪) তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ দেখেন?
(১৫) সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া—
(১৬) মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুছ।
(১৭) অতএব সে তাহার পার্শ্চরদিগকে আহ্‌বান করুক!
(১৮) আমিও আহ্‌বান করিব জাহান্নামের প্রহরীদিগকে।
(১৯) সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না এবং সিজ্‌দা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

৯৭-সূরা কাদ্‌র ঃ আয়াত ৫ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে;
(২) আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?
(৩) মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
(৪) সেই রাত্রিতে ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ্‌ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।
(৫) শান্তিই শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

لَمۡ يَكُنِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ وَ
الۡمُشۡرِكِيۡنَ مُنۡفَكِّيۡنَ حَتّٰى تَاۡتِيَهُمُ الۡبَيِّنَةُ ۙ﴿۱﴾
رَسُوۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتۡلُوۡا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ﴿۲﴾ فِيۡهَا
كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ﴿۳﴾ وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ
اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَيِّنَةُ ؕ﴿۴﴾ وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا
لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ وَ يُقِيۡمُوا
الصَّلٰوةَ وَ يُؤۡتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيۡنُ الۡقَيِّمَةِ ؕ﴿۵﴾ اِنَّ
الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ وَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ فِىۡ نَارِ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمۡ شَرُّ الۡبَرِيَّةِ ؕ﴿۶﴾ اِنَّ
الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ
الۡبَرِيَّةِ ؕ﴿۷﴾ جَزَآؤُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِىۡ
مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ
عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنۡ خَشِىَ رَبَّهٗ ﴿۸﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিল—

(২) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ,

(৩) যাহাতে আছে সঠিক বিধান।

(৪) যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

(৫) তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

(৬) কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে; উহারাই সৃষ্টির অধম।

(৭) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

(৮) তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার— স্থায়ী জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

৯৯-সূরা যিল্‌যাল ঃ আয়াত ৮ (মাদানী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ
اَثْقَالَهَا ۙ﴿۲﴾ وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
اَخْبَارَهَا ۙ﴿۴﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ؕ﴿۵﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ
النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ﴿۶﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ﴿۷﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۧ﴿۸﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে,
(২) এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে,
(৩) এবং মানুষ বলিবে, 'ইহার কী হইল?'
(৪) সেই দিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে,
(৫) কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন,
(৬) সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, যাহাতে উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান যায়,
(৭) কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে
(৮) এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।

১০০-সূরা আ'দিয়াত ঃ আয়াত ১১ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿۱﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿۲﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ
صُبْحًا ۙ﴿۳﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿۷﴾ وَاِنَّهٗ
لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۭ﴿۸﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۙ﴿۹﴾ وَ
حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ﴿۱۰﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌ ۧ﴿۱۱﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,
(২) যাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,
(৩) যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,
(৪) এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;
(৫) অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।
(৬) মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ
(৭) এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,
(৮) এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।
(৯) তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহা আছে তাহা উত্থিত হইবে
(১০) এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?
(১১) সেই দিন উহাদের কী ঘটিবে, উহাদের প্রতিপালক অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।

১০১-সূরা কারিআ'হ্ঃ আয়াত ১১ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

اَلۡقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الۡقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾

يَوۡمَ يَكُوۡنُ النَّاسُ كَالۡفَرَاشِ الۡمَبۡثُوۡثِ ۙ﴿۴﴾ وَ تَكُوۡنُ

الۡجِبَالُ كَالۡعِهۡنِ الۡمَنۡفُوۡشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ

مَوَازِيۡنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِىۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ

مَوَازِيۡنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا هِيَهۡ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ

حَامِيَةٌ ۢ﴿۱۱﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) মহাপ্রলয়,
(২) মহাপ্রলয় কী?
(৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?
(৪) সেই দিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত
(৫) এবং পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।
(৬) তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,
(৭) সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন।
(৮) কিন্তু যাহার পাল্লা হাল্‌কা হইবে
(৯) তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'।
(১০) তুমি কি জান উহা কী?
(১১) উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

১০২-সূরা তাকাছুর ঃ আয়াত ৮ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿١﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۭ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۭ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ
الْيَقِيْنِ ۭ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿٧﴾
ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে
(২) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
(৩) ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে;
(৪) আবার বলি, ইহা সংগত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
(৫) সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না।
(৬) তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই;
(৭) আবার বলি তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে,
(৮) ইহার পর অবশ্যই সেই দিন তোমাদিগকে নি'মাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

১০৩-সূরা আ'স্‌র ঃ আয়াত ৩ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَالۡعَصۡرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِىۡ خُسۡرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ﴿۳﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) মহাকালের শপথ,
(২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত,
(৩) কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

১০৪-সূরা হুমাযা ঃ আয়াত ৯ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿۱﴾ الَّذِىۡ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ۙ﴿۲﴾ يَحۡسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخۡلَدَهٗ ۚ﴿۳﴾ كَلَّا لَيُنۡۢبَذَنَّ فِى الۡحُطَمَةِ ۖ﴿۴﴾ وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحُطَمَةُ ؕ﴿۵﴾ نَارُ اللّٰهِ الۡمُوۡقَدَةُ ۙ﴿۶﴾ الَّتِىۡ تَطَّلِعُ عَلَى الۡاَفۡـِٕدَةِ ؕ﴿۷﴾ اِنَّهَا عَلَيۡهِمۡ مُّؤۡصَدَةٌ ۙ﴿۸﴾ فِىۡ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿۹﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,
(২) যে অর্থ জমায় ও উহা বার বার গণনা করে;
(৩) সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে;
(৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুত্বামায়;
(৫) তুমি কি জান হুত্বামা কী?
(৬) ইহা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন,
(৭) যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে;
(৮) নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে
(৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

১০৫-সূরা ফীল ঃ আয়াত ৫ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?
(২) তিনি কি উহাদের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?
(৩) উহাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,
(৪) যাহারা উহাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।
(৫) অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

১০৬-সূরা কুরায়শ ঃ আয়াত ৪ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ
هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿٣﴾ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ﴿٤﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে,
(২) আসক্তি আছে তাহাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের
(৩) অতএব, উহারা 'ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের,
(৪) যিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।

১০৭-সূরা মঊ'ন ঃ আয়াত ৭ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ؕ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ ۙ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۚ﴿٧﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে?
(২) সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়
(৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।
(৪) সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,
(৫) যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,
(৬) যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
(৭) এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।

১০৮-সূরা কাওছার ঃ আয়াত ৩ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

اِنَّآ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانۡحَرۡ ۝٢ اِنَّ

شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ ۝٣

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।
(২) সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।
(৩) নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।

১০৯-সূরা কাফিরূন ঃ আয়াত ৬ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۝١ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۝٢ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ

عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۝٤ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ

عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۝٥ لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِيَ دِيۡنِ ۝٦

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) বল, 'হে কাফিররা!
(২) 'আমি তাহার 'ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর
(৩) এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ যাঁহার ইবাদত আমি করি,
(৪) 'এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার, যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ।
(৫) 'এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ, যাঁহার ইবাদত আমি করি।
(৬) 'তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।'

১১০-সূরা নাস্‌র ঃ আয়াত ৩ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ

اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۧ﴿۳﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) যখন আসিবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়
(২) এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে
(৩) তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

১১১-সূরা লাহাব ঃ আয়াত ৫ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ؕ﴿۱﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا

كَسَبَ ؕ﴿۲﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ﴿۳﴾ وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ

الْحَطَبِ ۚ﴿۴﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۧ﴿۵﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও।
(২) উহার ধন-সম্পদ ও উহার উপার্জন উহার কোন কাজে আসে নাই।
(৩) অচিরে সে প্রবেশ করিবে লেলিহান অগ্নিতে
(৪) এবং তাহার স্ত্রীও— যে ইন্ধন বহন করে,
(৫) তাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

১১২-সূরা ইখ্‌লাস ঃ আয়াত ৪ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَ لَمۡ يُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ﴿۴﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) বল, 'তিনিই আল্লাহ্‌, এক-অদ্বিতীয়,
(২) 'আল্লাহ্‌ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী;
(৩) 'তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই,
(৪) 'এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।'

১১৩-সূরা ফালাক্ব ঃ আয়াত ৫ (মক্কী)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ0

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۚ﴿۵﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) বল, 'আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার
(২) 'তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,
(৩) 'অনিষ্ট হইতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন উহা গভীর হয়
(৪) 'এবং অনিষ্ট হইতে সমস্ত নারীদের, যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়
(৫) 'এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।'

১১৪-সূরা নাসঃ আয়াত ৬ (মক্কী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ0

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۚ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ
النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ﴿۶﴾

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে -

(১) বল, 'আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,
(২) 'মানুষের অধিপতির,
(৩) 'মানুষের ইলাহের নিকট
(৪) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার 'অনিষ্ট হইতে,
(৫) 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
(৬) 'জিন্নের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে।'

QURAN O TAJBID SHIKKHA

Written by Mohammad Mohiuddin
Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia
www.hakimabad.com
Exchange Taka 100.00/- only. US $ 10

ISBN : 984-70240-0068-0